

## সূরা আল হাজ্র-২২

(আংশিক হিজরতের পূর্বে ও আংশিক হিজরতের পরে অবর্তীণ)

### অবর্তীণ হওয়ার তারিখ ও প্রসংজ

পঞ্চিদের মতে এই সূরাটির কিছু অংশ হিজরতের পূর্বে এবং কিছু অংশ হিজরতের পরে অবর্তীণ হয়েছিল। 'জাহাক' অবশ্য এই অভিমত পোষণ করেন, সূরাটির সম্পূর্ণ অংশই হিজরতের পরে অবর্তীণ হয়েছিল। পূর্ববর্তী সূরা আল আমিয়াতে বলা হয়েছিল, অবিশ্বাসীদের সত্য প্রত্যাখ্যানজনিত কারণে তাদের উপর ক্রমাগত ঐশী শাস্তি নিপতিত হবে। এমনকি উক্ত সূরার শেষ আয়াতে রসূলে পাক (সা:)কে বিরুদ্ধবাদীদের অপরিবর্তিত শক্রতার কারণে তাদের বিরুদ্ধে ঐশী-শাস্তি প্রেরণের প্রার্থনা করতেও বলা হয়েছিল। আলোচ্য সূরার শুরুতেই সেই প্রার্থনার জবাব প্রদান করা হয়েছে। সূরা আল আমিয়ার সাথে বর্তমান সূরাটির এটাই প্রত্যক্ষ সংযোগ। কিন্তু এর পূর্ববর্তী কতিপয় সূরার সাথে বর্তমান সূরাটির বিষয় বস্তুগত আরো গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। যে বিষয়কে কেন্দ্র করে সূরা মারইয়াম শুরু হয়েছিল এবং যা পূর্ববর্তীতে 'সূরা তাহা' এবং 'সূরা আমিয়াতে' আরো বিস্তৃত পরিসরে আলোচিত হয়েছিল, তা বর্তমান সূরাটিতে অনেকটা পূর্ণতা লাভ করেছে। সূরা মারইয়ামে খৃষ্টধর্মের মৌলিক মীতিসমূহ ব্যাখ্যা করে তার ভাস্তু ধর্ম বিশ্বাসসমূহকে খণ্ডন করা হয়েছিল। কেননা ইসলামের মহান নবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) সমগ্র মানব জাতির জন্য এক নৃতন ঐশী বাণী ও ব্যবস্থাসহ অবর্তীণ হওয়ার দাবী করেছেন। এমতাবস্থায় যদি খৃষ্টধর্মের শিক্ষা এখনো অভাস, পবিত্র ও গ্রহণযোগ্য বলে বর্তমান থাকে তাহলে হযরত মুহাম্মদ (সা:) আনীত নৃতন শিক্ষার প্রয়োজন কি? তাই খৃষ্টধর্মের মূল ধর্ম-বিশ্বাসই যে ভাস্তু ও বাতিলযোগ্য তা প্রথমে প্রমাণ করে দেখানো দরকার। সূরা মারইয়ামে এই বিষয়টি নিয়েই আলোকপাত করা হয়েছে এবং হযরত ঈসাও(আঃ) এর জন্মের ঘটনাকে বর্ণনা করে দেখানো হয়েছে যে তা আল্লাহ তাআলার অন্যান্য নবী-রসূলগণের জীবনের ঘটনা থেকে পৃথক বা শ্রেষ্ঠত্ব আরোপিত হওয়ার মত কোন ঘটনা নয়। 'সূরা তা- হা'তে 'বিধান মাত্রেই অভিশাপ' এই জাতীয় খৃষ্টীয় মতবাদের ভাস্তু ধর্ম অভিশাপ করা হয়েছে। অতঃপর সূরা আমিয়াতে উক্ত বিষয়টিই একটি ভিন্ন আঙ্গিকে পেশ করে দেখানো হয়েছে, আদি-পাপজনিত খৃষ্টীয় বিশ্বাস কোন দিক থেকেই সমর্থনযোগ্য নয়। কেননা আদি-পাপের বিষয়টিই যদি সত্য হয় তাহলে নবী-রসূল প্রেরণের মাধ্যমে মানুষকে পাপ-মুক্ত করার ঐশী পরিকল্পনার কোন অর্থই থাকে না। কারণ উত্তরাধিকার সূত্রে যে পাপ মানুষের ঘাড়ে চেপেছে তা থেকে নিঃক্ষিত লাভ করার তার কোন উপায় নেই এবং এইভাবে মানুষের নিজ ভাল-মন্দ যাচাই করার ইচ্ছাক্ষেত্রে রাহিত হয়ে পড়ে এবং তার কৃত ভাল-মন্দ কাজের জন্য তাকে কিছুতেই দায়ী করা যায় না। অতঃপর বর্তমান সূরাটিতে বলা হয়েছে, যদি হযরত ঈসাও(আঃ) প্রকৃতই আধ্যাত্মিক পবিত্রতম সোপানে অধিষ্ঠিত হতেন তাহলে নৃতন করে কোন বিধান বা রসূল প্রেরণের প্রয়োজন পড়তো না। কিন্তু প্রকৃত সত্য হলো, হযরত মুহাম্মদ (সা:) একটি নৃতন বিধানসহ সারা বিশ্ববাসীর জন্য আল্লাহর রসূল হওয়ার ঘোষণা করেছেন। এতেই প্রমাণিত হয়, খৃষ্টানদের দাবীর মোকাবিলায় তার এই ঘোষণাটি একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ।

### বিষয়বস্তু

সূরাটির বিষয়বস্তু পাঁচটি প্রধান অংশে বিভক্ত : (১) যেহেতু অবিশ্বাসীরা হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর দাবী বর্জন করে চলছে, সেহেতু তাদেরকে ঐশী শাস্তির ভয় দেখানো হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর শিক্ষার বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় সূরাটিতে একাধিক যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে যেমন, (ক) তাঁর শিক্ষা সমগ্র মানবজাতির জন্য অপরিহার্য। এই শিক্ষা সত্য এবং প্রজ্ঞাভিত্তিক। এর উপর্যোগিতা প্রমাণার্থে এতে দৃঢ় প্রমাণ ও যুক্তির সমাবেশ বিদ্যমান এবং বিরুদ্ধবাদীদের দাবীর অসারাতা প্রদর্শনেও সম্পূর্ণরূপে সামর্থ্যের অধিকারী, (খ) ঐশী নির্দর্শনও হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর দাবীর অনুকূলে প্রদর্শিত হচ্ছে। কেননা তাঁর অনুসারীরা জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় দিক থেকেই উন্নতি লাভ করছে এবং বিরুদ্ধবাদীরা পূর্ববর্তী নবীদের বিরুদ্ধবাদীদের মতই তাঁর নিকট পরাভূত হচ্ছে, (গ) ঐশী পুরুষার বা আশিসধারা এক অস্বাভাবিক পরিমাণে হযরত রসূল করীম (সা:)কে প্রদান করা হবে, (ঘ) তাঁর আনীত শিক্ষা অচিরেই সারা পৃথিবীতে শাস্তি, শৃখলা ও শুভ এর ভিত্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং (ঙ) খৃষ্টান ধর্মসহ যাবতীয় ভাস্তু ধর্মমত ও বিশ্বাস ইসলামের এই অপারাজেয় অংগগতির মোকাবিলায় পশ্চাদপসরণ করবে এবং পরিণামে পুরাপুরি বিপর্যস্ত হয়ে যাবে। (২) আল্লাহর প্রেরিত নবী-রসূলগণ সকল যুগেই দুষ্ট প্রকৃতির মানুষ কর্তৃক বাধাপ্রাণ হয়েছেন এবং এই সকল লোক তাদের পথে সর্বদাই বিভিন্ন অসুবিধা ও প্রতিকূলতার সৃষ্টি করেছে। কিন্তু আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে এই সকল বাধা-বিপত্তি দূর করে পরিণামে সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। (৩) হযরত নবী করীম (সা:) এর আবির্ভাব সেই ঐশী উদ্দেশ্যকে পূর্ণতা দান করেছে যার জন্য হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহর নিকট সকাতরে প্রার্থনা করেছিলেন, যখন তিনি মক্কার নির্জন ও তরঙ্গলতা-হীন প্রান্তরে তাঁর পুত্র ইসমাইল (আঃ) ও স্ত্রী হযরত হাজেরাকে রেখে আসেন। (৪) হযরত মুহাম্মদ (সা:) বিরুদ্ধবাদী কর্তৃক দীর্ঘ ও দুর্বিষহ শক্রতাকে গভীর দৃঢ়তা ও অসাধারণ কষ্টসহিষ্ণু দ্বারা মোকাবিলা করেছেন এবং এখন সময় এসেছে যখন তাদের সাথে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করার জন্য তাঁকে অনুমতি দেয়া হচ্ছে। এই ধরনের আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের শুধু যে অনুমতিই দেয়া হলো তাই নয়, বরং বলা হলো, সত্য যখন সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে তখন এই ধরনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা একটি প্রশংসনীয় কাজ।

আল্হাহর সাহায্য তাদের উপর বর্ষিত হয় যারা এই ধরনের আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করে। যদি সত্যের খাতিরে এই ধরনের আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের অনুমতি না দেয়া হতো তাহলে মানুষ বিবেকের স্বাধীনতা, যা তার একটি অত্যন্ত মূল্যবান ঐতিহ্য, তা থেকে বাস্তিত হয়ে পড়তো। শুধু তাই নয়, আল্হাহর ইবাদতও প্রকারাত্তরে বন্ধ হয়ে যেত এবং পাপ ও অনাচার সারা পৃথিবীতে বিস্তৃত হয়ে পড়তো। (৫) ঐশ্বী শিক্ষার দৃষ্টান্ত হচ্ছে, বৃষ্টিপাতের ন্যায় আধ্যাত্মিকভাবে মৃত পৃথিবীতে পুনরায় সজীবতা ও উজ্জ্বল্য প্রদান করে এবং তা অবধারিতভাবে সফল হয়। পুরাতন ঐশ্বী-বাণীর স্থলে নৃতন ঐশ্বী-বাণী প্রেরিত হয় এবং এইভাবেই এর নির্ধারিত মেয়াদ ও উদ্দেশ্য পূর্ণ করে। তখন অন্য ঐশ্বী শিক্ষা এর স্থলাভিষিক্ত হয় এবং এর মাধ্যমে পুনরায় ঐশ্বী পরিকল্পনা ও ইচ্ছা বাস্তবায়িত হতে থাকে। ঐশ্বী প্রতিশ্রুতির এই ধারাবাকিতায় হ্যরত মুহাম্মদ (সা:) এর আবির্ভাব হয়েছে। পরিশেষে সূরাটিতে এই আশ্বাস বাণী ওনানো হয়েছে, যেহেতু হ্যরত মুহাম্মদ (সা:) সেই প্রতিশ্রুত শিক্ষক, তাই তিনি সর্বদাই ঐশ্বী সাহায্যে সমৃদ্ধ হতে থাকবেন। সেই জন্য তাঁর অনুসারীদের উচিত, তাঁকে সর্বতোভাবে নিঃশর্ত আনুগত্য প্রদান করা। কেননা সাফল্য ও বিজয়ের এটাই সর্বোত্তম পথ।

## সূরা আল হাজ্জ-২২

মাদানী সূরা, বিস্মিল্লাহ সহ ৭৯ আয়াত এবং ১০ রুক্ত

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

১। ﴿আল্লাহর নামে, যিনি পরম করণাময়, অ্যাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।﴾

★ ২। হে মানবজাতি! তোমরা তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের তাকওয়া অবলম্বন কর। নিশ্চয় প্রতিশ্রূত মুহূর্তের ভূমিকম্প ১৯২১ এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার।

★ ৩। যেদিন তোমরা এটা দেখবে (সেদিন) প্রত্যেক স্তন্যদাতী মা তার দুঃখপোষ্যকে ভুলে যাবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী মহিলার গর্ভপাত ঘটবে। আর তুমি লোকদের মাতাল অবস্থায় দেখবে, অথচ তারা মাতাল ১৯৩০ হবে না। তবে আল্লাহর আয়াব হবে অত্যন্ত কঠোর।

৪। ﴿আর লোকদের মাঝে এমন (লোকও) আছে, যে না জেনে আল্লাহ সম্বন্ধে তর্ক করে এবং প্রত্যেক উদ্বৃত শয়তানের অনুসরণ করে।﴾

৫। তার জন্য এ বিষয়টি নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে, ১৯৩১ সাথে যে-ই বন্ধুত্ব করবে সে নিশ্চয় তাকেও বিপথগামী করে দিবে এবং তাকে লেলিহান আগুনের আয়াবের দিকে নিয়ে যাবে।

يَا يَمَّا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ جَإَنَّ  
رَزْلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ②

يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذَهَّلُ كُلُّ مُرْضَعَةٍ  
عَمَّا آذَصَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتٍ  
حَمْلٍ حَفَلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكْرًا  
وَمَا هُمْ بِسُكْرٍ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ  
شَوِيدٌ ③

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ  
يُغَيِّرُ عِلْمَهُ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَنٍ  
مَرِيءٍ ④  
كُتُبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّهُ فَأَنَّهُ  
يُضْلِلُهُ وَيَهْدِيهُ إِلَى عَذَابِ  
السَّعِيرِ ⑤

দেখুন : ক. ১১১ খ. ১৩১৪; ২২৯; ৩১১২১; ৪০৩১০ গ. ৪৩৩১, ১২০।

১৯২৯। 'আস্সাআহ' (সময়, ক্ষণ) বা 'আল কিয়ামাহ' তিনি প্রকার অর্থে ব্যবহৃত হয়ঃ (ক) গুরুত্বপূর্ণ এবং খ্যাতনামা ব্যক্তির মৃত্যু, (আস্সাআতুস সুগরা- ছোট কিয়ামত), (খ) জাতীয় বিপর্যয় (আস্সাআতুল ওস্তা- মধ্যম কিয়ামত), এবং (গ) বিচার দিবস (আস্সাআতুল কুবরা- সর্ববৃহৎ কিয়ামত)। কুরআন শরীফে এই শব্দের ব্যবহার শেষ দুই অর্থে হয়েছে। প্রাসঙ্গিক বর্ণনায় প্রতীয়মান হয়, এখানে এই শব্দের ব্যবহার জাতির আসল ভিত্তি টিলিয়ে দেয়া বুঝায়। আরবজাতির আসন্ন সর্বনাশের প্রতিও এর বিশেষ ইঙ্গিত হতে পারে যখন তাদের রাজনৈতিক শক্তির নিরাপদ দূর্গ মক্কা নগরের পতন নির্ধারিত ছিল এবং তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ও সামাজিক রীতি-নীতি ভঙ্গে চূর্মার হয়ে যাওয়া নির্ধারিত ছিল। এ দিয়ে সেই মুহূর্তও বুঝাতে পারে যখন শোচনীয় দুঃখ-দুর্দশা মানব জাতিকে বিশ্ব-যুদ্ধের আকারে অতর্কিতে পাকড়াও করবে এবং তার পিছনে চরম-দুর্দশাপূর্ণ পরিবর্তন নিয়ে আসবে। তফসীরাধীন আয়াত ২৪২১৩ আয়াতের সাথে মিলিয়ে পড়লে এই ধারণার প্রতি সমর্থন পাওয়া যায় যে 'আস সাআত' বা 'আল কিয়ামাহ' কুরআনে ব্যবহৃত শব্দদ্বয় দ্বারা সাধারণত চরম জাতীয় বিপর্যয় বা দুর্দশা বুঝায়, যা সমগ্র জাতিকে অতর্কিতে পাকড়াও করার ভাব প্রকাশ করে।

১৯৩০। পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত 'ভূমিকম্প' ভয়ানক দুঃসহ দুঃখ-দুর্দশা প্রকাশার্থে তিনি প্রকার উপমা বা অলংকার এই আয়াতে ব্যবহার করা হয়েছেঃ (এক) মায়ের নিকট তার স্তন্যপায়ী সন্তান অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় আর কিছুই হতে পারে না, (দুই) অধিকতর আতঙ্ক এখনেকে আর হতে পারে না যার ভয়াবহতার ফলে নারীর গর্ভপাত হয়ে যায়, এবং (তিনি) যার আতঙ্ক মানুষকে মাতালপ্রায় করে ফেলে। এই আয়াত বর্ণনা করে, আতঙ্কের ভয়াবহ ঘটনাসমূহের আকস্মিকতা ও তীব্রতা এমন হবে, যা স্তন্যপায়ী বুকের শিশুকে ত্যাগ করবে এবং গর্ভবতী নারীরা গর্ভপাত করবে এবং লোকেরা আকস্মিক ভয়ে উন্নাদ হয়ে যাবে এবং মদোয়স্ত লোকের মত তাদের নিজেদের কর্মের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলবে।

★ ৬। হে মানবজাতি! তোমরা পুনরুত্থান সম্পর্কে সন্দেহে পড়ে থাকলে (জেনে রাখ) নিশ্চয় আমরা মাটি থেকে তোমাদের সৃষ্টি করেছিলাম, এরপর বীর্য থেকে, এরপর জমাটুরক্ত থেকে, এরপর মাংসপিণ্ড থেকে, যা বিশেষ সৃজন প্রক্রিয়ায় বা সাধারণ সৃজন প্রক্রিয়ায়★ বানানো হয়েছে যেন আমরা তোমাদের কাছে (সৃষ্টিরহস্য) উদ্ঘাটন করে দেই। কার আমরা যা চাই (তা) জরায়ুতে এক নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত রাখি। এরপর আমরা এক শিশুরপে তোমাদের প্রসব করাই যাতে (পরবর্তীতে) তোমরা তোমাদের পরিপক্ষ বয়সে পৌঁছে যাও। আর তোমাদের মাঝে এমন (লোকও) আছে যারা মারা যায় এবং তোমাদের মাঝে এমন (লোকও) আছে যাদের চরম বার্ধক্যে নিয়ে যাওয়া হয়।★★ (এর ফলে) তারা জ্ঞান লাভের পর সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানহারা হয়ে পড়ে। আর তুমি পৃথিবীকে নিষ্পান দেখতে পাও। এরপর আমরা যখন এর ওপর পানি বর্ণ করি তখন তা সক্রিয় হয়ে ওঠে ও ফেঁপে ফুলে ওঠে★★★ এবং প্রত্যেক প্রকার উদ্ভিদের সবুজ শ্যামল শোভামণ্ডিত জোড়া উৎপন্ন করে।<sup>১৯৩২</sup>

৭। এর কারণ হলো, নিশ্চয় আল্লাহই চির সত্য এবং তিনিই মৃতকে জীবিত করেন আর নিশ্চয় তিনি প্রত্যেক বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

দেখুন : ক. ১৩৯; ৩৫৮১২; ৪১৪৮ খ. ১৬৪৭১; ৩৬৪৬৯ গ. ১৬৪৬৬; ২৭৪৬১; ৩০৪৯-৫১; ৩৫৩৮; ৪৫৪৬ ঘ. ২৪৭৪; ৩০৪৫১; ৩৫৪১০; ৪১৪৪০; ৪২১১০; ৫৭১৮।

১৯৩১। কেবলমাত্র তারাই শয়তান কর্তৃক বিপথে পরিচালিত হয়ে থাকে যারা শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে এবং তাকে অনুসরণ করে। কুরআন করীম বর্ণনা করে, আল্লাহ তাআলার ন্যায়পরায়ণ বান্দাদের উপর শয়তানের কোন কর্তৃত্ব নেই। কেবল সেইসব লোকই বিপথগামী হয়, যারা তার কুপরামৰ্শ গ্রহণ করে (১৬৪১০০০-১০১; ১৯৬৬)।

★[এ আয়াতে যে বিষয়টি সবচেয়ে প্রথমে উল্লেখযোগ্য তা হলো, মানব সৃষ্টির ক্রমবিতর্তনের প্রতিটি ধাপ সম্পর্কে এ আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। এমন কি মায়ের গর্ভে জনের যেসব পরিবর্তন হতে থাকে তাও ধারাবাহিকভাবে ঠিক সেভাবে বর্ণিত হয়েছে যেভাবে বর্তমান যুগে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা অনুসন্ধান করে জেনেছেন। এ আয়াত এ বিষয়ের অকাট্য প্রমাণ, মহানবী (সা:) এর এসব বিষয়ে কোন ব্যক্তিগত জ্ঞান ছিল না। অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত খোদা ছাড়া আর কোন সত্তা তাঁকে এসব বিষয় জ্ঞাত করতে পারতো না (হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে): কর্তৃক উর্দ্দতে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

★★[নিয়ে যাওয়া হয়' বাক্যাংশে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত দেয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে যে শিশু যেভাবে প্রাথমিক পর্যায়ে অসহায় ও নিজের যত্ন নিতে অক্ষম থাকে চরম বার্ধক্যে পৌঁছে একজন লোক অনুরূপ অবস্থায় ফিরে যায়। এ গুচ্ছ অর্থটি 'মান নুয়ামিরহ মুনাক্কিসহ ফিল খলকি' (সুরা ইয়াসীন: ৬৯-অর্থাৎ আমরা যাকে দীর্ঘায় দান করি তাকে শারীরিক গঠনে ক্ষয়প্রাপ্ত ও দুর্বল করতে থাকি) আয়াত দ্বারা সমর্থিত (মাওলানা শের আলী সাহেব কর্তৃক ইংরেজীতে অনুদিত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে): কর্তৃক প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

★★★[এ আয়াতে বলা হয়েছে, শুকনো মাটির ওপর পানি বর্ণ করে আমরা পৃথিবীকে জীবন দান করেছিলাম। বিজ্ঞানীরাও অনুসন্ধান করে বিশ্বায়কর এ তথ্য জেনেছেন, শুক মাটিতে যখন পানি বর্ষিত হয় তখন প্রক্রিয়ক্ষে এতে জীবনের লক্ষণাদি সৃষ্টি হয়ে যায়। এখানে প্রকৃত ইঙ্গিত এ দিকে করা হয়েছে, মহানবী (সা:) এর প্রতি যে স্বর্গীয় পানি অবতীর্ণ হয়েছে তা এক মৃত ভূমিতে অর্থাৎ আধ্যাত্মিকভাবে মৃত এক জাতিকে জীবিত করে দিল। (হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে): কর্তৃক উর্দ্দতে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

يَا يَهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنْ  
الْبَغْثِ فَوَانَا حَلَقْنَاكُمْ مِّنْ شَرَابٍ  
شَرَابٌ مِّنْ نُطْفَةٍ شَرَابٌ مِّنْ عَلَقَةٍ شَرَابٌ مِّنْ  
مُضْعَفَةٍ مُّخْلَقَةٍ وَ غَيْرُ مُمْحَلَّقَةٍ  
لِئَبْيَنَ لَكُمْ وَ نُقْرُبُ إِلَى أَزْحَافِ  
مَا تَشَاءُ إِلَى آجِلٍ مُّسَمًّى شَرَابٍ  
نُخْرِجُكُمْ طَفْلًا شَرَابٍ لِتَبْلُغُوا  
آشَدَ كَفَرٍ وَ مِنْكُمْ مَنْ يُتَوَقِّي وَ  
مِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى آزْدَلِ الْعُمُرِ  
لِكَيْلًا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا  
شَرَابٍ أَنَّ رَضَّ هَامَةً فَيَادًا آنَزَنَا  
عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَ رَبَثَ وَ  
أَنْبَثَتْ مِنْ كُلِّ رَوْحٍ بَهِينَجٍ<sup>১</sup>

ذِلِّكَ يَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَ آنَّهُ يُخَيِّ  
الْمَوْقِي وَ آنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

৮। \*আর প্রতিশ্রূত মুহূর্ত অবশ্যই আসবে। এতে কোন সন্দেহ নেই। আর যারা কবরে আছে আল্লাহ্ নিশ্চয় তাদের পুনরুদ্ধিত করবেন।

৯। \*আর মানুষের মাঝে এমন (লোকও) আছে, যে কোনও জ্ঞান, হেদায়াত এবং উজ্জ্বল কিতাব ছাড়া<sup>১৯৩৩</sup> আল্লাহ্ সম্বন্ধে তর্ক করে

১০। (অহংকারভরে) পাশ ফিরিয়ে রাখে, যাতে সে আল্লাহ্ র পথ থেকে (লোকদের) বিপথগামী করতে পারে। তার জন্য দুনিয়াতে রয়েছে লাঞ্ছনা এবং কিয়ামত দিবসেও আমরা তাকে আগুনের আয়াবের স্বাদ ভোগ করাবো<sup>১৯৩৪</sup>।

<sup>১</sup>  
[১১] ১১। \*এমনটি তোমাদের কৃতকর্মের কারণে (হবে)। আর  
৮ আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের ওপর আদৌ কোন অবিচার করেন না।

★১২। আর লোকদের মাঝে এমন (লোকও) আছে, যে (সৈমানের) শেষ প্রাণে (দাঁড়িয়ে) আল্লাহ্ ইবাদত করে<sup>১৯৩৫</sup>। অতএব \*তার কোন কল্যাণ সাধিত হলে তাতে সে সন্তুষ্ট হয়ে যায়। আর তার কোন পরীক্ষা এলে সে (আল্লাহ্) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। সে ইহকালও হারালো এবং পরকালও (হারালো)। এটাই সুস্পষ্ট ক্ষতি।

১৩। \*সে আল্লাহকে ছেড়ে তাকে ডাকে, যে তার কোন অপকারও করতে পারে না এবং তার কোন উপকারও করতে পারে না। এই হলো চরম পর্যায়ের বিপথগামিতা।

দেখুন : ক. ১৫৮৬; ১৮৪২২; ২০৪১৬; ৪০৪৬০; ৪৫৪৩৩ খ. ২২৪৪ গ. ৩৪১৮৩; ৮৪৫২; ৪১৪৪৭ ঘ. ৭০৪২১-২২ ঙ. ৬৪৭২; ১০৪১০৭; ২১৪৬৭; ২৫৪৫৬।

১৯৩২। মানবের সৃজন এবং দেহের পরিবর্ধন 'মৃত্যুর পরে জীবন' এর সমর্থনে এক জোরদার যুক্তি। এই সৃষ্টি ক্রমবিকাশের এক ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, এক বিবর্তন, এক স্তর থেকে অন্য স্তরে উন্নতি, অচেতন পদার্থ থেকে এক বীজে জীবন্ত, তৎপর তা এক ডিস্কোয়ে এক ভ্রমণের আকারে বৃদ্ধি লাভ করতে থাকে, অতঃপর তা এক পরিপূর্ণ মানবাকৃতির জন্মের ভিতর দিয়ে সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে। এই বিবর্তনের প্রক্রিয়া, যাই হউক না কেন মানুষের জন্মের সাথেই বন্ধ বা শেষ হয়ে যায় না, চলতে থাকে। এক অচেতন পদার্থ থেকে পরিপূর্ণরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত এক মানব-সত্ত্বার এই বিশ্বয়কর দৈহিক ক্রমোন্নতি এক অকাট্য দলীল যে মানবের স্মষ্টা এবং তার ক্রমবর্ধনের এই সকল স্তর বিন্যাসের নির্মাতা মানুষের মরে যাওয়ার পরেও নৃতন জীবন দান করার ক্ষমতা রাখেন। এতে আরো প্রতিভাত হয়, মানুষের সৃষ্টি এবং দৈহিক পরিবর্ধন যেমন তার ক্রমোন্নতি ও ক্রম-বিকাশের এক ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, মানবের আধ্যাত্মিক ক্রমোন্নতির প্রক্রিয়াও ঠিক সেই রূপেই কাজ করে থাকে। আরো একটি যুক্তি বিশ্ব-প্রকৃতি থেকে গ্রহণ করা হয়েছে, যথা- বন্ধ্যা বা নিষ্ফলা, মীরস বা বিরাম ভূপৃষ্ঠে নতুন জীবনের স্পন্দন জাগে তখন যখন এর উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়। এই ইন্দ্রিয়গোচর ব্যাপারও এই অভিন্ন সিদ্ধান্তে পৌঁছায়, যে খোদা মৃত এবং বন্ধ্যা ভূমিতে নতুন জীবনের সঞ্চার করার শক্তি রাখেন, মানুষকে মৃত্যুর পর জীবিত করার শক্তি ও তাঁর নিশ্চয়ই আছে।

১৯৩৩। 'ইলম'(জ্ঞান) অর্থ বুদ্ধিগত প্রমাণ এবং যুক্তির দলীল। 'হৃদাম' ঐশ্বী পথ-নির্দেশ এবং 'কিতাবুম মুনীর' 'অর্থ শান্তীয় প্রমাণ এবং উজ্জ্বল কিতাব'।

১৯৩৪। সত্যের অঙ্গীকারকারীদের অদৃষ্টে দুই প্রকার শান্তি নির্ধারিত রয়েছে, যথাঃ ইহজীবনের পরাজয় ও ছত্রভঙ্গ অবস্থা এবং পারলোকিক লাঞ্ছনা। ইহজীবনের শান্তি পরজীবনের প্রমাণ বহন করে।

১৯৩৫ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَأَنَّ السَّاعَةَ أَتِيهَا لَا رَيْبٌ فِيهَا وَ  
أَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُوْرِ<sup>①</sup>

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَاهِدُ فِي أَمْلَأِ  
يَغْيِرُ عِلْمًا وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ  
مُّنِيرٍ<sup>②</sup>

ثَانِيَ عَطْفَهِ لِيُضَلَّ عَنْ سَبِيلِ  
اللَّهِ وَلَهُ فِي الدُّنْيَا خَزَنَى وَ  
نُذِيقَةٌ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَذَابٌ  
الْحَرِيقِ<sup>③</sup>

ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ يَذَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ  
لَيْسَ بِظَلَامٍ لِلْعَيْنِ<sup>④</sup>

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى  
حَرْفٍ فِي أَصْبَابِهِ خَيْرٌ لِطَمَانَ  
إِيمَانٍ وَإِنَّ آصَابَتْهُ فِتْنَةٌ لِنَقَلَتْ  
عَلَى دُجُونِهِ شَخِيرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ  
ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ<sup>⑤</sup>

يَذْعُوا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا  
لَا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَلُ الْبَعِينُ<sup>⑥</sup>

১৪। সে তাকে ডাকে, যার উপকার করার তুলনায় অপকার করার সম্ভাবনা বেশি<sup>১৯৩৬</sup>। কত মন্দ পৃষ্ঠপোষক ও কত মন্দ সাথী!

১৫। ক্ষয়ারা স্টমান আনে এবং সৎ কাজ করে আল্লাহ্ নিশ্চয় এমন সব জান্নাতে তাদের প্রবেশ করাবেন যেগুলোর পাদদেশ দিয়ে নদনদী বয়ে যাবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ যা চান তাই করেন।

১৬। যে ব্যক্তি মনে করে আল্লাহ্ এ (রসূলকে) ইহকালে ও পরকালে কখনো সাহায্য করবেন না, তাহলে তার উচিত সে যেন আকাশের দিকে একটি রাস্তা তৈরী করে নেয় এবং এ (ঐশ্বী সাহায্য) বন্ধ করে দেয়। এরপর সে দেখুক তার কৌশল তা (অর্থাৎ ঐশ্বী সাহায্য) দূর করে দিতে পারে কি না যা (তাকে) রাগিয়ে তোলে<sup>১৯৩৭</sup>।

১৭। আর এভাবেই আমরা এ (কুরআনকে) সুস্পষ্ট নির্দর্শনবলীরপে অবর্তীণ করেছি। আর যে (হেদায়াত) চায় নিশ্চয় আল্লাহ্ তাকে হেদায়াত দেন।

১৮। নিশ্চয় যারা স্টমান এনেছে, যারা ইহুদী হয়েছে এবং (যারা) সাবী<sup>১৯৩৮</sup>, খৃষ্টান ও মাজুসী এবং যারা শিরুক করেছে, আল্লাহ্ নিশ্চয় কিয়ামত দিবসে<sup>১৯৩৯</sup> তাদের মাঝে মীমাংসা করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ে সাক্ষী।

يَذْعُوا إِلَّا مَنْ صَرَّهُ أَقْرَبُ مِنْ تَفْعِيهِ  
لِئَلَّا يُؤْمِنُ وَلَيَئِسَ الْعَشِيرُ<sup>⑯</sup>

إِنَّ اللَّهَ يُذَخِّلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ  
عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ  
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا  
يُرِيدُ<sup>⑰</sup>

مَنْ كَانَ يَظْنَنُ أَنَّ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ  
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلَيَمْدُدْ  
بِسَبَبِ إِلَى السَّمَاءِ شَمْلَةً لِيَقْطَعَهُ فَلَيَنْظُرْ  
هَلْ يُذْهِبَنَ كَيْدُهُ مَا يَعْيِظُ<sup>⑱</sup>

وَكَذِلِكَ أَثْرَلَهُ أَيْلَيْتَ بَيْتِيْتِ  
أَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ<sup>⑲</sup>

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَدُوا  
وَالصَّابِرِينَ وَالْمُتَصْرِّفِينَ وَالْمَجْوُسِ  
وَالَّذِينَ آشَرَكُوا أَعْلَمُ إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ  
بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى  
كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ<sup>⑳</sup>

দেখুন : ক. ২৩২৭৮; ৪৪১৭৬; ১০৪১০; ১৩৪৩০; ১৪৪২৪।

১৯৩৫। আবরবাসীরা বলে থাকে, ‘ফুলানুন আ’লা হারফিন মিন আস্রিহী’ অর্থাৎ এরপ দ্বিধাত্ত ব্যক্তি যে কোন বিষয়ের ফলাফলের প্রতি দৃষ্টি রেখে যদি দেখে লাভজনক তবে এর প্রতি মনোযোগী হয়, আর যদি দেখে তা তার পছন্দ নয় তাহলে সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় (লেইন)। কুরআনের ‘আ’লা হারফিন’ উক্তির মর্ম, যে ব্যক্তি ধর্মের ব্যাপারে কিনারায় দাঁড়িয়ে দ্বিধাত্ত মনে আল্লাহর ইবাদত করে সে সৈন্য-বাহিনীর পশ্চাদভাগের সেই সৈন্যের মত যে বিজয় ও লৃষ্টনের নিশ্চয়তা দেখলে অটলভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, অন্যথায় পিছন থেকে পালিয়ে যায়। ‘আ’লা হারফিন’ (কিনারায়) উক্তির ব্যাখ্যা করা হয়েছে পরবর্তী বাক্যে, যথাঃ যদি তার কোন কল্যাণ সাধন হয় তাহলে সে সন্তুষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু যদি কোন পরীক্ষার সম্মুখীন হয় তাহলে সে সোজা প্রত্যাবর্তন করে। অথবা উক্তির মর্ম এরপও হতে পারে, দুর্বল স্টমানের লোকেরা সর্বদাই সংশয় ও অনিশ্চয়তার মধ্যে দুলতে থাকে। সত্যহণ করার পর যদি তারা পার্থিব কিছু উপকার লাভের আশা করে তাহলে তারা অবিশ্বাসীদের মতই ব্যবহার করে চলতে থাকে। কিন্তু বিশ্বাস করার ফলক্ষণতি যদি পরীক্ষা ও দৃঢ়-কষ্ট বহন করে আনে তাহলে তারা পালিয়ে যায়।

১৯৩৬। মিথ্যা খোদার উপাসনা ভঙ্গবৃন্দের যে নৈতিক ক্ষতি সাধন করে তা প্রত্যক্ষ এবং স্পষ্টত প্রতীয়মান হয়। কেননা তারা অচেতন বস্তুর সামনে নিজেদেরকে হেয় প্রতিপন্থ করে। এরপে তারা নিজেদের মর্যাদা ও আত্মসম্মানে বিরাট আঘাত হানে। অথচ যেকোন উপকার তারা তা থেকে আশা করে তা শুধু অলীক এবং মিথ্যা কষ্ট-কল্পিত ও অস্বাভাবিক।

- ১৯। তুমি কি দেখনি, যা-ই আকাশসমূহে ও যা-ই পৃথিবীতে  
আছে এবং চন্দ্রসূর্য, গ্রহনক্ষত্র, পাহাড়পর্বত এবং গাছপালা,  
বিচরণশীল সব প্রাণী এবং মানুষের মাঝে অনেকেই একমাত্র  
ক্ষেত্রে আল্লাহকেই সিজদা করছে<sup>১৯৪০</sup>? কিন্তু এমন অনেক (মানুষও)  
আছে, যাদের ওপর তাঁর আযাব অবধারিত হয়ে গেছে। আর  
আল্লাহ যাকে লাঞ্ছিত করেন তাকে সম্মান দেয়ার কেউ নেই।  
নিশ্চয় আল্লাহ যা চান তা-ই করেন।

أَلْهَمَّ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنِ فِي  
السَّمَاوَاتِ وَمَنِ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَ  
الْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ  
وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَ  
كَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنِ  
يُهُنِّ إِلَهٌ فَمَا لَهُ مُكْرِمٌ وَإِنَّ  
اللَّهَ يَفْعُلُ مَا يَشَاءُ<sup>১৯</sup>

- ২০। এ হলো দুই বিবদমান<sup>১৯৪১</sup> (দল) যারা নিজেদের প্রভু-  
প্রতিপালক সংস্কে বিবাদ করেছে। অতএব যারা অস্বীকার  
করেছে তাদের জন্য আগুনের পোশাক তৈরী করা হবে এবং  
তাদের মাথার ওপর প্রচন্ড গরম পানি ঢালা হবে।

هَذِنِ خَضْمِنِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ  
فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ شَيَاءٌ  
مِّنْ نَارٍ وَيُصْبَبُ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمْ  
الْحَمِيمُ  
يُضَهِّرُهُ مَافِي بُطُونِيهِمْ وَالْجُلُودُ<sup>১৯</sup>

- ২১। <sup>১</sup>‘তা দিয়ে তাদের পেটে যা আছে তা গলানো হবে এবং  
(তাদের) চামড়াও (গলানো হবে)।

وَلَهُمْ مَقَامُهُ مِنْ حَوَّيْدِ<sup>১৯</sup>

- ২৩। <sup>২</sup>‘দুঃখকষ্টের দরজন যখনই তারা সেখান থেকে বেরিয়ে  
যেতে চাইবে সেখানেই তাদের ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং  
(তাদের বলা হবে), <sup>৩</sup>‘তোমরা আগুনের আযাবের স্বাদ ভোগ  
কর!’<sup>১৯</sup>

كُلَّمَا آرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ  
غَهَّةٍ أَعْيَدُهُمْ فِيهَا وَذُو قُوَّاتِهَا بَلْ  
الْحَرِيقُ<sup>১৯</sup>

দেখুন : ক. ১৩৪১৬; ১৬৪৯-৫০; ৫৫৪৭ খ. ৪৪৪৯; ৫৫৪৫; ৫৬৪৩-৫৪ গ. ৪৪৪৬ ঘ. ৫৪৩৮; ৩২৪২১ ঙ. ৮৪১৫; ৩৪৪৩।

- ১৯৩৭। এই আয়াত অবিশ্বাসীদের প্রতি এক ছ্যালেঙ্গ উপস্থাপন করেছে যে তারা নবী করীম (সাঃ) এর বিরুদ্ধে যতদূর পারে তাদের চরম শক্তি করে দেখুক তারা তাঁর প্রতি ঐশ্বী সাহায্য বন্ধ করতে পারে কিনা, যা তিনি আল্লাহর নিকট থেকে অবিরাম পেয়ে আসছেন এবং পেতে থাকবেন। আকাশে নির্ধারিত রয়েছে, ইসলাম ধর্ম নিয়মিত এবং অব্যাহত গতিতে উন্নতি করতে থাকবে এবং কেউ এই ঐশ্বী-নিয়মের পরিবর্তন করতে পারবে না এবং ইসলামের দ্রুত অগ্রগতি দেখে কাফিরকুলের দৃষ্টিতে এই কষ্টদায়ক ও অপমানজনক দৃশ্য থেকে একমাত্র মৃত্যুই তাদেরকে রক্ষা করবে। ‘সামাউন’ শব্দের ব্যাখ্যা ঘরের সিলিং বা ছাদ করা হলে (লেইন) আয়াতের অর্থ হবে, ‘রসূল করীম (সাঃ) এর বিরুদ্ধবাদীরা তাঁর মিশনের সফলতার কারণে যদি ক্ষিণ হয়ে পড়ে তাহলে তারা ছাদের সঙ্গে দড়ি দিয়ে নিজেদেরকে ঝুলিয়ে দিক এবং তা কেটে দিক, তা সত্ত্বেও ঐশ্বী সাহায্য আসা বন্ধ হবে না।’ এই অর্থ ৩৪১২০ আয়াত দ্বারা সমর্থিত যাতে অবিশ্বাসীরা এই ভাষায় নির্দিত এবং কঠোরভাবে তিরকৃত হয়েছে যেমন, ‘তোমরা তোমাদের আক্রোশে মরে যাও, নিশ্চয় তোমাদের বক্ষে যা কিছু নিহিত আছে তা সংস্কে আল্লাহ সরিশেষ অবহিত’।

- ১৯৩৮। পরবর্তীতে রচিত আরবী সাহিত্যেও শব্দটি উত্তর ইউরোপের লোকদেরকে বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে (এনসাইক অব ইসলাম)।

- ১৯৩৯। ২৪৬৩, ৫৪৭০ আয়াতসমূহে ও তফসীরাধীন এই আয়াতে এই অর্থ বুঝায় না যে খৃষ্টান, ইহুদী ও সবীরা বিশ্বাসীদের সাথে সমভাবে মুক্তি পাওয়ার উপযুক্ত। কুরআন শরীফ এইরূপ কোন বিশ্বাস সমর্থন করে না। কুরআনের মতে আল্লাহ তাআলার গ্রহণযোগ্য ধর্ম একমাত্র ইসলাম (৩৪২০, ৮৬)। বর্তমান আয়াত বিভিন্ন ধর্মের সত্যত্বা নিরূপণের জন্য একটি মান ও নীতি নির্ধারণ করেছে মাত্র - এমন নয় যে সকল ধর্মকেই সেগুলোর বর্তমান অবস্থায় সত্য বলে বিবেচনা করে। প্রকৃত মাপকাঠি হলো ‘মীমাংসার দিন’ সত্য ধর্ম অন্যান্য সকল ধর্মের উপরে প্রবল হবে। অথবা আয়াতের মর্ম এও হতে পারে, ব্যক্তির ভ্রান্ত বিশ্বাস প্রমাণ করে না যে ইহজীবনেই তার শাস্তি পাওয়া উচিত। বিষয়টি বিচার দিবসে মীমাংসা করা হবে।

২৪। যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে, নিশ্চয় আল্লাহ্  
এমন সব জান্নাতে তাদের প্রবেশ করাবেন যেগুলোর পাদদেশ  
দিয়ে নদনদী বয়ে যাবে। \*সেখানে তাদের সোনার কাঁকণ ও  
মণিমুক্তা পরানো হবে \*এবং সেখানে তাদের পোশাক হবে<sup>১৯৪২</sup>  
রেশেরের।

★ ২৫। আর পবিত্র কথার দিকেই তাদের পরিচালিত করা হবে  
এবং পরম প্রশংসার অধিকারী (আল্লাহ্) পথের দিকে তাদের  
পরিচালিত করা হবে।

২৬। যারা অঙ্গীকার করে এবং আল্লাহ্ পথ থেকে ও মানুষের  
কল্যাণের জন্য নির্ধারিত সেই \*মসজিদুল হারাম থেকে  
লোকদের বাধা দেয় যেখানে (আল্লাহ্ জন্য) অবস্থানকারী ও  
মরুবাসী (সবাই) সমান এবং যে-ই যুলুম করার মাধ্যমে এ<sup>৩</sup>  
[৩] (মসজিদুল হারামে) বক্রতা সৃষ্টির চেষ্টা করবে নিশ্চয় আমরা  
১০ তাদের (সবাইকে) যন্ত্রণাদায়ক আয়াবের স্বাদ ভোগ করবো।

২৭। আর (শ্মরণ কর) আমরা যখন ইব্রাহীমের জন্য (কা'বা)  
গৃহের স্থান<sup>১৯৪৩</sup> বানিয়েছিলাম<sup>১৯৪৩-ক</sup> (এবং বলেছিলাম)

দেখুন : ক. ১৮৪৩২; ৩৫৪৩৪; ৭৬৪২২ খ. ৭৬৪১৩ গ. ৮৪৩৫; ১৬৪১৯; ৪৩৪৩৮ ৮৪৪২৬।

১৯৪০। আল্লাহ্ তাআলা প্রকৃতির অটল নিয়ম নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যা চেতন এবং অচেতন সকল বস্তুই মেনে চলতে বাধ্য। এই বিধানের বাইরে আর কোন পথ খোলা নেই। তদস্ত্রেও নিশ্চিত আর এক কানুন বা বিধান -শরীয়তের বিধান রয়েছে যা আল্লাহ্ তাআলা মানবের পথ প্রদর্শনের জন্য ওই দ্বারা প্রকাশ করেছেন। শরীয়তের এই কানুন মানার বা না মানার স্বাধীনতা মানুষের রয়েছে এবং এই অঙ্গীকৃতির ফলাফল সে ভোগ করবে। আল্লাহ্ তাআলাকে ছেড়ে প্রাকৃতিক বস্তুকে ইবাদতের জন্য গ্রহণ করার মত মূর্খতাকে তফসীরাবীন আয়াতে প্রতিমা উপাসকদের নিকট আরো সন্দেহাতীতরূপে উপস্থাপন করে বলা হয়েছে, এ সকল বস্তুর আপন অস্তিত্ব ও আল্লাহ্ রই উপর নির্ভরশীল। এরা তাঁর দ্বারা নির্ধারিত নিয়মের অনুগত এবং এক মুহূর্তের জন্যও আল্লাহ্ কে বাদ দিয়ে স্বাধীনভাবে টিকতে পারে না। অতএব যে সকল বস্তু ও সত্তা নিজেরাই আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্টি কানুনের অধীনে রয়েছে তাদেরকে ভক্তি এবং পূজা করা চৰম মূর্খতা বৈ আর কিছুই নয়।

১৯৪১। 'হায়ানে' শব্দ দু' শ্রেণীর লোককেই বুঝায়- মু'মিন এবং কাফির।

১৯৪২। বর্ণিত আছে, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, জান্নাতের দু'টি স্নোতফিনী হলো নীল (Nile) এবং ফোরাত (Euphrates) নদী (মুসলিম, বাবুল জান্নাত)। আঁ হ্যরত (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবা কেরাম (রাঃ) জানতেন, শুধু পারলৌকিক জীবনেই তাদেরকে 'জান্নাত' (বাগান) এর প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল এমন নয়, বরং ইহজীবনেও দেয়া হয়েছিল। তারা এও জানতেন, ইহজগতে জান্নাতের অর্থ সমৃদ্ধ এবং উর্বর ভূমি বা দেশকে বুঝায় যা এক সময় পারস্য এবং রোম স্মার্টগণের শাসনাধীনে ছিল। হ্যরত উমর (রাঃ) এর খেলাফতকালে মুসলিম সৈন্য বাহিনী দুই সীমান্তে যুদ্ধ করেছিল -মেসোপটেমিয়া এবং সিরীয়া সীমান্তে এবং যখন কয়েকজন আরব সর্দার তাঁর (হ্যরত উমর) নিকট নিজেদেরকে খেদমতের জন্য পেশ করেছিল তখন তিনি তাদেরকে জিজেস করেছিলেন 'দুটি প্রতিশ্রুত দেশ' (মেসোপটেমিয়া অথবা সিরিয়া) এর কোনটিতে যাওয়া তারা পছন্দ করে। ভবিষ্যদ্বাণীটি আক্ষরিকভাবে পূর্ণ হয়েছিল তখন, যখন হ্যরত উমর (রাঃ) সুরাক্তাহ- বিন- মালিককে স্বর্ণ বলয় পরিধান করতে আদেশ দান করেছিলেন, যা ইরানের বাদশাহগণ বিশেষ রাষ্ট্রীয় উৎসবাদিতে পরিধান করতেন।

১৯৪৩। এই আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয়, হ্যরত ইব্রাহীম (আঃ) এর সময়ের বহু পূর্ব থেকেই কা'বা ঘরের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে, কা'বা ঘর হ্যরত আদম (আঃ) কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। এটাই প্রথম উপাসনালয় যা এই পথবীর বুকে নির্মিত হয়েছিল (৩৪৯৭)। হ্যরত ইব্রাহীম (আঃ) এর যুগ পর্যন্ত কালের আবর্তনে এটি ধৰ্মস্থাপ্ত হয়েছিল। আল্লাহ্ ওইর দ্বারা তাঁর নিকট

টীকার অবশিষ্টাংশ ও ১৯৪৩-ক টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

إِنَّ اللَّهَ يُذْخِلُ الَّذِينَ أَمْتَوا  
عَمَلُوا الصَّلِيْحَاتِ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ  
تَحْتِهَا أَكَانَهُرُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ  
آسَادَةَ وَدَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَ  
لِتَاسُهُمْ فِيهَا حَرَيْرٌ<sup>১১</sup>

وَهُدَوًا إِلَى الطَّقِيبِ مِنَ القَوْلِ<sup>১২</sup>  
وَهُدَوًا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ<sup>১৩</sup>

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنِ  
سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْعَرَامِ  
الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً إِلَيْهِ  
فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَاجٍ  
يُظْلِمُ مُتُّزِّفَهُ مِنْ عَذَابِ الْيَوْمِ<sup>১৪</sup>

وَإِذْ بَوَأْنَا لِلْبَرِّ هِيمَ مَكَانَ  
الْبَيْتِ إِنَّ لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا وَ<sup>১৫</sup>

‘কারো সাথে আমাকে শরীক সাব্যস্ত করো না এবং আমার গৃহকে তাদের জন্য পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখ, যারা এতে তাওয়াফ<sup>১৯৪৪</sup> করবে, (নামাযে) দাঁড়াবে, রক্ত করবে, সিজদা করবে<sup>১৯৪৫</sup>।’

২৮। <sup>খ.</sup>‘আর তুমি মানুষের মাঝে হজ্জের ঘোষণা করে দাও<sup>১৯৪৬</sup>। তারা তোমার কাছে পায়ে হেঁটে আসবে এবং প্রত্যেক এমন বাহনেও (আসবে) যা দীর্ঘ সফরের ক্লাস্টির দরুন জীর্ণশীর্ণ হয়ে গেছে। এগুলো দূরদূরান্ত থেকে গভীর (গর্ত হয়ে যাওয়া) রাস্তা দিয়ে আসবে,

২৯। যেন <sup>গ.</sup>তারা (সেখানে) তাদের কল্যাণসমূহ<sup>১৯৪৭</sup> প্রত্যক্ষ করে এবং যে রিয়্ক তিনি গৃহপালিত চতুর্পদ জন্মুর মাধ্যমে তাদের দান করেছেন এ (অনুগ্রহের) জন্য তারা যেন <sup>খ.</sup>নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর নাম শ্রবণ করে। সুতৰাং এ থেকে তোমরা (নিজেরাও) খাও এবং দুর্গত ও সাহায্যের মুখাপেক্ষী অভাবীদেরও খাওয়াও।

৩০। এরপর তারা যেন নিজেদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ সম্পন্ন করে, নিজেদের মানত পূর্ণ করে এবং প্রাচীন এ গৃহটির তাওয়াফ করে<sup>১৯৪৮</sup>।’

দেখুন : ক. ২৪১২৬ খ. ২৪১৯৮; ৩৯৮ গ. ২৪১৯৯; ৫৩৩ ঘ. ২৪২০৪।

এর স্থান প্রকাশ করলে তিনি এবং তাঁর পুত্র ইসমাইল (আঃ) যিনি আঁ হ্যরত (সাঃ) এর পূর্ব-পুরুষ, এই ঘর পুনর্নির্মাণ করেছিলেন। আরো দেখুন টীকা ১৪৬।

১৯৪৩-ক। কুরআন শরীফে বিভিন্নভাবে কা'বার উল্লেখ রয়েছে যেমন ‘আমার গৃহ’ (২৪১২৬এবং ২২৪২৭); ‘পবিত্র গৃহ’ (১৪৪৩৮); ‘সখানিত মসজিদ’ (২৪১৫১); ‘এই গৃহ’ (২৪১২৮; ১৫৯; ৩৯৮; ৮৪৩৬; ৪৪); ‘প্রাচীন গৃহ’ (১৩০, ৩৪); এবং (কসম) সদা আবাদ গৃহের (৫৪৫)। এই সমস্ত পৃথক পৃথক আধ্যা কা'বার বৈশিষ্ট্যের প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করে যে এটি মানবজাতির জন্য উপাসনার শ্রেষ্ঠতম কেন্দ্র।

১৯৪৪। এই সুরার মূল বিষয় বস্তু হলো ‘হজ্জ’ এবং তফসীরাধীন আয়াত হজ্জের ব্যাপারে তুমিকার কাজ করেছে। হজ্জের এক গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান কা'বাগৃহ বা বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করা। অতএব কা'বার পরিষ্কার এবং গুরুত্বের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ হজ্জের বিষয়ে এক যথার্থ ভূমিকা।

১৯৪৫। ‘আমার গৃহকে পবিত্র রাখ’ উক্তি আদেশ এবং ভবিষ্যদ্বাণী উভয়ই প্রকাশ করে। আদেশটি হলো কা'বা ঘর মূর্তিপূজার মাধ্যমে কল্পিত না করা। কেননা এটি নির্মিত হয়েছিল এক-অদ্বীতীয় সত্য খোদার উপাসনার জন্য। ভবিষ্যদ্বাণীটি ছিল এই বাস্তব ঘটনার মধ্যে যে উক্ত আদেশ অমান্য করা হবে এবং আল্লাহর ঘর মূর্তির ঘরে পরিণত হবে, কিন্তু পরিণামে পুনরায় সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র করা হবে।

১৯৪৬। হজ্জ যাত্রার প্রবর্তন ‘আবুল আম্বিয়া’ হ্যরত ইব্রাহীম (আঃ) এর সময়ে শুরু হয়েছিল। তা প্রতীয়মান হয় এই কথা দ্বারাঃ ‘তুমি মানুষের মাঝে হজ্জের ঘোষণা করে দাও’। কোন কোন খৃষ্টান লেখকের ধারণা, হজ্জ হচ্ছে নবী করীম (সাঃ) কর্তৃক আরবদের প্রতিমা উপাসকদেরকে বশীভূত করবার জন্য ইসলামে প্রতিমা পূজা-ভিত্তিক এক অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করা। কিন্তু এই ধারণা ভুল। আসলে হ্যরত ইব্রাহীম (আঃ) এর সময় থেকে আরম্ভ করে হজ্জ-ব্রত অব্যাহতভাবে চলে আসছে। দূর-দূরান্তের দেশ থেকে লক্ষ লক্ষ মুসলমানের মুক্তি এই সমাবেশ উক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতার অখণ্ডনীয় সত্যতা বহন করে।

১৯৪৭। একজন মুসলমানের আধ্যাত্মিক মঙ্গল ছাড়াও হজ্জ-ব্রত সামাজিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব বহন করে। এটা বিভিন্ন জাতির মুসলমানদেরকে এক শক্তিশালী আন্তর্জাতিক ইসলামের বিশ্ব-ভাত্ত্বের বন্ধনে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলমানরা বৎসরে একবার মুক্তায় একত্রিত হয়ে আন্তর্জাতিক গুরুত্ববহু বিষয়াদির উপর মত বিনিয় করতে পারে, পুরাতনকে নবায়ন এবং নূতন সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। তারা অন্যান্য দেশের মুসলিম ভাইদের সম্মুখে আপন আপন সমস্যাবলী সম্বন্ধে অবহিত হওয়া বা করার সুযোগ লাভ করে, একে অন্যের অভিজ্ঞতা থেকে উপকৃত হতে পারে এবং বিভিন্নভাবে পরম্পরারের সাহায্য-সহযোগিতা করবার উভাবে উভাবে করতে পারে। আল্লাহ তাআলা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ইসলামের কেন্দ্র মুক্তায় হজ্জ মুসলিম বিশ্বের জন্য জাতিসংঘ সংস্থারূপে কাজ করতে পারে।

১৯৪৮ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

ٰتَهْرِيْتِي لِلْطَّائِفَيْنَ وَالْقَائِمَيْنَ  
وَالرُّكْمَ السُّجُونَ<sup>(১)</sup>

وَأَذْنَ فِي النَّاسِ بِالْحِجَّ يَأْتُوكَ  
رِجَالًا وَعَلَ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ  
كُلِّ فَجِّ عَمِيقٍ<sup>(২)</sup>

لَيَشَهُدُ أَمْنًا فَعَلَهُمْ وَيَذْكُرُوا  
اَسْمَ اللَّهِ فِي آيَاتِهِ مَغْلُومُونَ عَلَى مَا  
رَزَقَهُمْ مِنْ بِهِمْمَةَ الْأَنْعَامِ جَفْكُلُوا  
مَنَهَا أَطْعَمُوا الْبَارِئَ الْقَيْرَ<sup>(৩)</sup>

ثُمَّ لَيَقْضُوا تَقْنَمُهُمْ وَلَيُؤْفِنُوا  
نُذُورَهُمْ وَلَيَطْوَقُوا بِالْبَيْتِ  
الْعَتِيقِ<sup>(৪)</sup>

৩১। এটাই (আল্লাহর আদেশ)। আর ক্ষে-ই সেইসব বস্তুর সম্মান করবে যেগুলোকে আল্লাহ মর্যাদা দান করেছেন সেক্ষেত্রে তা হবে তার জন্য তার প্রভু-প্রতিপালকের দ্বিতীয়ে উভয়। আর খ্তোমাদের জন্য গবাদি পশু হালাল করা হয়েছে কেবল তা বাদে যা তোমাদের জন্য (কুরআনে হারাম বলে) বর্ণিত হয়েছে। অতএব তোমরা প্রতিমাসমূহের অপবিত্রতা এড়িয়ে চল এবং মিথ্যা কথা বলাও পরিহার কর,

৩২। আল্লাহর প্রতি সদা বিনত থেকে তাঁর শরীক সাব্যস্ত না করে। আর যে-ই আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করবে সে যেন আকাশ থেকে পড়ে গেল। সেক্ষেত্রে হয়তো পাখি তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে বা বাতাস তাকে দূরের কোন জায়গায় ছুঁড়ে ফেলবে<sup>১৯৪৯</sup>।

৩৩। এটাই (গুরুত্বপূর্ণ কথা)। আর খ্যে-ই আল্লাহ-নির্ধারিত পবিত্রতার প্রতীকসমূহের সম্মান করবে, নিশ্চয় (তার এ কাজকে) অন্তরের তাকওয়া বলে গণ্য করা হবে<sup>১৯৫০</sup>।

দেখুন : ক. ৫৩৩ খ. ৫৪২; ৬৪১৪৬ গ. ২৪১৯৫।

১৯৪৮। 'আল বায়তুল আতীক' এর অর্থ উন্মুক্ত, পরমোৎকৃষ্ট এবং অতি প্রাচীন গৃহ (লেইন)। 'উন্মুক্ত' বিশেষণে এই ভবিষ্যদ্বাণী নিহিত রয়েছে যে কোন বিরোধী শক্তি একে জয় করতে সক্ষম হবে না। সর্বদাই এই গৃহ মুক্ত থাকবে। গুণবাচক উক্তি 'পরমোৎকৃষ্ট' এর মর্ম হলো, পৃথিবীতে কা'বা শরীফ সর্বকালেই এক সম্মানজনক স্থান দখল করে থাকবে। পৃথিবীতে প্রাচীনতম ইবাদত গৃহ এই 'কা'বা' এর সত্যতার দ্বারা সমর্থন পাওয়া যায় কুরআনের অন্য একটি আয়াতে (৩৯৭)। এর অঙ্গত্ব বহু পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিল যখন হ্যরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর স্ত্রী হাজেরা ও পুত্র ইসমাইলকে মক্কার রৌদ্র-দণ্ড, ধূসর ও অনুর্বর উপত্যকায় বসবাস করতে এনেছিলেন (১৪৪৩৮)। কারো কারো বিশ্বাসমতে হ্যরত নূহ (আঃ) কা'বা গৃহের তাওয়াফ করেছিলেন (তাবারী- এনসাইক অব ইসলামে উদ্বৃত)। প্রতিষ্ঠিত ও প্রথ্যাত ইত্তাসবিদ্রাও কেউ কেউ স্বীকার করেছেন, শ্রণাতীত কাল থেকে কা'বা পবিত্র বলে স্বীকৃত হয়ে আসছিল। বর্তমানে হিজায নামে খ্যাত এই অঞ্চল সম্পর্কে লিখিতে গিয়ে ডিওডোরাস সিকুলাস (Deodorus Siculus) বলেছেনঃ এই দেশের এই স্থানে সমগ্র আরববাসী কর্তৃক অতি পবিত্র বিবেচিত এক উপাসনালয় আছে, যার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে চতুর্দিকের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের লোকেরা দলে দলে পীড় জমায়। স্যার উইলিয়াম মুইর বলেন, এই কথাগুলো নিশ্চয় মক্কার পবিত্র গৃহটির প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করে। কেননা আরবের সার্বজনীন সশন্দ স্বীকৃতি দাবী করে এমন অন্য কোন কিছু আছে বলে আমরা জানতে পারি না। ---- আরব জাতির প্রতিহ্য আরবের সকল অঞ্চল থেকে হজ্জ যাত্রীর দৃশ্যে শ্রণাতীত কাল থেকে কা'বার চিত্রই মূর্ত হয়ে ওঠে। ----এত বেশী ব্যাপক একটি সশন্দ স্বীকৃতি অবশ্যই এক অতি প্রাচীন যুগে শুরু হয়ে চলে এসেছে (Muir, P.C. iii)। এতে প্রতিপন্ন হয়, কা'বা সর্বপ্রথম হ্যরত আদম (আঃ) কৃতক নির্মিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে হ্যরত নূহ (আঃ) এর যুগে সর্বনাশা প্লাবনে এটি বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং পরে হ্যরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর পুত্র ইসমাইলের সহায়তায় একে পুনর্নির্মাণ করেন।

১৯৪৯। আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ও সেরা হচ্ছে মানুষ। সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রাজি, পৃথিবী, মহাসাগর, পর্বতশ্রেণী ইত্যাদি সবই মানবের সেবার জন্য সৃজন করা হয়েছে। মানুষ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক গুণের এত উচ্চ মার্গে উঠতে পারে যে তার ব্যক্তি-সত্ত্ব ঐশ্বী গুণাবলী প্রতিবিহিত হতে পারে। অতএব যদি অচেতন বস্তুর উপাসনা করার মত অর্মান্যাদাকর অবস্থায় সে নিজেকে নামিয়ে ফেলে তাহলে সে আধ্যাত্মিক মহত্বের উচ্চ মার্গ হতে নৈতিক ও বুদ্ধি বৃত্তিক অসম্মানের অতল তলে পতিত হয়।

১৯৫০। ইসলামের সকল আদেশ ও অধ্যাদেশের মৌলিক উদ্দেশ্যে হচ্ছে, বারংবার আবৃত্তির মাধ্যমে অন্তরে ন্যায়পরায়ণতা ও পবিত্রতার ধারণা জনিয়ে দেয়া। এটাই তফসীরাধীন আয়াতের অন্তর্নিহিত মর্ম। ইসলামী ইবাদতের সকল নিয়ম-প্রণালী হলো মাত্র উপকরণস্বরূপ,

যেগুলো উক্ত চরম লক্ষ্যে পরিচালিত করে।

ذلِكَهُ وَمَن يُعَظِّمْ حُرْمَتَ اللَّهِ فَهُوَ  
خَيْرُلَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأَجِلَّهُ لَكُمْ  
الآنَعَامُ إِلَّا مَا يُشَلِّ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوهُ  
الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوهُ قَوْلَ  
الزُّورِ<sup>(১)</sup>

حُنَفَاءَ يَتْوَغِيرُ مُشَرِّكِينَ بِهِ وَمَن  
يُشَرِّكُ بِاللَّهِ فَإِنَّمَا خَارِجٌ مِنَ السَّمَاءِ  
فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِيَ بِهِ  
الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَعِيقٍ<sup>(২)</sup>

ذلِكَهُ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَارَهُ اللَّهِ فَإِنَّهُ  
مِنْ شَقَوَى الْقُلُوبِ<sup>(৩)</sup>

৩৪। এ (কুরবানীর পশু)গুলোর মাঝে এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত  
[৮] তোমাদের জন্য উপকার<sup>১৯৫১</sup> রয়েছে। ক্ষেত্রে এগুলোকে  
১১ প্রাচীন গৃহ (কাঁবা) পর্যন্ত পৌছাতে হবে।

৩৫। আর আমরা প্রত্যেক জাতির জন্য কুরবানীর একটা  
নিয়মপদ্ধতি<sup>১৯৫২</sup> নির্ধারণ করে দিয়েছি যেন \*তারা সেইসব  
গবাদি পশুর ওপর আল্লাহর নাম নেয় যেগুলো তিনি তাদের  
দান করেছেন। \*অতএব তোমাদের উপাস্য একজনই<sup>১৯৫৩</sup>।  
সুতরাং তোমরা তাঁরই কাছে আস্তসমর্পণ কর। আর তুমি  
সুসংবাদ দাও বিনয় অবলম্বনকারীদের,

★৩৬। \*যাদের হৃদয় সশ্রদ্ধ ভয়ে ভীত হয়ে পড়ে যখন (তাদের  
সামনে) আল্লাহর নাম নেয়া হয় এবং যারা দুঃখকষ্টে পড়লে  
ধৈর্য ধরে, নামায কায়েম করে এবং যা-ই আমরা তাদের দান  
করেছি তা থেকে ব্যয় করে।

৩৭। আর যেসব কুরবানীর উটকে আমরা তোমাদের জন্য  
আল্লাহ-নির্ধারিত পবিত্রতার প্রতীকসমূহের অন্তর্গত করে  
দিয়েছি তোমাদের জন্য সেগুলোতে কল্যাণ রয়েছে। অতএব  
সারিতে দাঁড় করিয়ে সেগুলোর ওপর আল্লাহর নাম নাও। আর  
(জবাই করার পর) সেগুলো যখন (মাটিতে) ঢলে পড়ে

لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ إِلَّا أَجَلٌ مُّسَمٌّ  
شُرَمَّ مَحْلُهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ<sup>১৯৫৪</sup>

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا  
لِيَتَذَكَّرُوا شَمَّ اللَّهُ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ  
مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ وَفِي الْهُكْمِ  
إِلَهٌ وَّاَحِدٌ فَلَهُ أَشْلِمُوا وَبَشِّرِ  
الْمُخْرِيْتَينَ<sup>১৯৫৫</sup>

الَّذِينَ إِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَجَلَّتْ قُلُوبُهُمْ  
وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقْيَمِينَ  
الصَّلَاةَ وَمَمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ<sup>১৯৫৬</sup>

وَالْبُلْدَانَ جَعَلْنَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ  
اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَادْكُرُوا  
اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ هَفَادَا  
وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَ

দের্শন : ক. ২৪১৯৭; ৪৮৪২৬ খ. ৫৪৫; ৬৪১১৯ গ. ৫৪৭৪; ১৬৪২৩; ৩৭৪৫ ঘ. ২৩৪৬১।

১৯৫১। কুরবানীর উদ্দেশ্যে যে সকল পশু মুক্ত আমদানী করা হয় সেগুলোকে আরোহণের জন্যে বাহনরূপে ব্যবহার করা যেতে পারে  
এবং ভার বহনের কাজে অথবা কুরবানী করার পূর্বে তাদের দুধ ব্যবহৃত হতে পারে। অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজেও সেগুলো লাগতে পারে।

১৯৫২। 'নাসাকা' লিখাই অর্থ সে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে কুরবানী করেছিল এবং স্বতঃবৃত্ত হয়ে অবিরাম সংরক্ষণ করেছিল। 'মানসাকা' শব্দের অর্থ ত্যাগের পদ্ধতি বা নিয়ম-প্রণালী, যে স্থানে একটি পালন করা হয় (আকরাব)। এই আয়াত দ্বারা কুরবানীর বিষয়বস্তু সূচিত হয়েছে (তিনটি মূল বিষয়বস্তুর একটি যার সম্বন্ধে এই সূরা আলোচনা করেছে)। অপর দুটি হলো হজ্জ এবং জেহাদ। আয়াতটি আরও প্রতিপন্থ করে, কুরবানী সম্বন্ধে আদেশ কেবল ইসলামেই সীমাবদ্ধ নয়, সকল ধর্মেই সার্বজনীন। কারণ এ এক অভিন্ন ঐশ্বী সূত্র থেকে উত্তৃত। আয়াতে আরো প্রমাণিত হয়, এ ছিল পশুরই কুরবানী যা আদিকাল থেকেই সকল ধর্মের অনুসারীদের উপর নির্দেশ করা হয়েছিল। মানুষ বলির নিষ্ঠুর প্রথা পরবর্তী কালের প্রবর্তন। এতদ্বারা মূল 'নাসাকা' বিভিন্ন অর্থে (লেইন) প্রকৃত ও অকৃত্রিম কুরবানী তিন প্রকার অত্যাবশ্যক বৈশিষ্ট্যের অধিকারীঃ (ক) এটি স্বেচ্ছাকৃত এবং স্বতঃস্ফূর্ত হওয়া উচিত, (খ) এই কুরবানী পবিত্রতম উদ্দেশ্যে হতে হবে এবং (গ) এটি পার্থিব বিবেচনাপ্রসূত কুরবানী হলে চলবে না।

১৯৫৩। আয়াতটি দু' প্রকার অর্থ বহন করে : (১) কুরবানীর নিয়ম-প্রণালী সর্ব ধর্মে সার্বজনীন, যদিও তা একে অপর থেকে আপন আপন উৎপত্তির স্থান ও কালের দিক থেকে বহুবহু ব্যবধানে পথক প্রথক। এই বাস্তব ঘটনা প্রমাণ করে, আদিতে তারা সকলেই একই সর্বোচ্চ উৎস থেকে উত্তৃত এবং সকল জাতির খোদা এক ও অভিন্ন খোদা, (২) কুরবানীর অস্তিন্ত্রিত উদ্দেশ্য হচ্ছে আমদের উচাভিলাস, আমদের সর্বপ্রকার ধারণা, কল্পিত আদর্শ এমনকি প্রাণ ও সম্মান আল্লাহ তাআলার জন্য ত্যাগ করে তাঁর তোহীদ অর্থাৎ একত্র উপলক্ষ্য করা এবং তা ঘোষণা করা। ইসলাম ধর্মে কুরবানীর ধারণা ক্রুদ্ধ দেব-দেবীকে সন্তুষ্ট করা নয় অথবা কারো পাপের প্রায়শিত্ব করাও নয়, বরং আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর পথে ব্যক্তির সমস্ত কিছুর কুরবানী করা।

তখন তা থেকে খাও, সঙ্গে তুষ্ট (অভাবী)দেরও খাওয়াও এবং সাহায্যপ্রার্থীদেরও (খাওয়াও)<sup>১৯৫৪</sup>। এভাবেই আমরা তাদেরকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছি যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

৩৮। এগুলোর মাংস ও এগুলোর রক্ত কখনো আল্লাহর কাছে পৌছে না, বরং তাঁর কাছে তোমাদের তাকওয়া পৌছে<sup>১৯৫৫</sup>। এভাবেই তিনি এগুলোকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করে দিয়েছেন যেন তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর। কারণ তিনি তোমাদের হেদায়াত দান করেছেন। আর তুমি সৎকর্মপরায়ণদের সুসংবাদ দাও।

৩৯। যারা ঈমান এনেছে নিশ্চয় আল্লাহ তাদের সুরক্ষা করেন<sup>১৯৫৬</sup>। নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্বাসঘাতক (ও) অক্তজ্ঞকে [৫] [১৫] ৩৮১২ পছন্দ করেন না।

১৯৫৪। কুরবানীর জন্য মকায় উটগুলোকে যবাই করা এরূপ এক প্রতীক যে মানুষ তার স্বষ্টি এবং প্রতুর পথে জীবন দিতে প্রস্তুত, যেমন করে উটগুলো তাদের নিজ মালিকের জন্য প্রাণ দেয়। এটাই কুরবানীর চরম উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য। আয়াতে উল্লেখিত অপর উদ্দেশ্যসমূহ দ্বিতীয় পর্যায়তুক। যখন সে একটি পশুকে কুরবানী করে তখন তা হজ্জযাত্রীকে স্বরণ করিয়ে দেয়, এ হচ্ছে আল্লাহর এক নির্দর্শনস্বরূপ। এই আয়াত আরও প্রমাণ করে, কুরবানীকৃত পশুর গোশ্ত সঠিকভাবে বন্টন করা উচিত যেন অপচয় না হয়।

১৯৫৫। তফসীরাধীন আয়াত কুরবানীর প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং এর অভ্যন্তরীণ অবস্থার উপর সমুজ্জলভাবে আলোকপাত করেছে। এটি এই সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রদান করে, কুরবানীর বাহ্যিক ক্রিয়া কলাপ আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট করে না বরং এই অনুষ্ঠানের পক্ষাতে তাকওয়া, প্রেরণা ও অস্তিন্তিত শক্তিই তাঁকে খুশী করে। কুরবানীকৃত পশুর গোশ্ত এবং রক্ত আল্লাহর নিকট পৌছে না, অস্তরের তাকওয়াই কেবল তাঁর নিকট গ্রহণযোগ্য। তাদের নিকট আপন ও প্রিয় যা কিছু আছে আল্লাহ তাআলা তার সর্বপ্রকারের কুরবানী তলব করেন এবং গ্রহণ করে থাকেন— আমাদের পার্থিব সহায় সম্পদ, প্রিয় ভাবাদৰ্শ, আমাদের সম্মান, এমনকি নিজ জীবন পর্যন্ত। বাস্তবিক পক্ষে আল্লাহ তাআলা পশুর রক্ত এবং গোশ্ত আমাদের নিকট চান না এবং আশা করেন না। কিন্তু তিনি আমাদের আঝোঁসর্গ চান। তবে এটা মনে করা ভুল হবে, যেহেতু বাহ্যিক ক্রিয়ানুষ্ঠানের আড়ালে সক্রিয় মনোভাবই গুরুত্বপূর্ণ, সেই জন্য বাহ্যিক ক্রিয়ানুষ্ঠানের কোন মূল্য নেই। এও সত্য, কুরবানীর বাহ্যিক ক্রিয়া খোসাস্বরূপ এবং এর অভ্যন্তরীণ প্রেরণা তার শাঁস। অনুরূপভাবে কোন বস্তুর দেহাবরণ এর শাঁস বা সারাংশের মতই অতি জরুরী। কারণ কোন আস্তা দেহ ছাড়া থাকে না এবং কোন শাঁস খোসা ছাড়া থাকতে পারে না।

১৯৫৬। এই আয়াত দ্বারা জেহাদ সম্পর্কিত বিষয়াদির উপস্থাপনা আরম্ভ হয়েছে। কুরবানীর বিষয়বস্তু জেহাদের সাথে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভাবে জড়িত। তাই এখানে কুরবানীর বিষয়টিকে ভূমিকারূপে বর্ণনা করা হয়েছে। মুসলমানদেরকে আত্ম-রক্ষার্থে যুদ্ধের অনুমতি দেয়ার পূর্বাহ্নে কুরবানীর গুরুত্ব স্বত্বে অবহিত করা হয়েছিল। এই আয়াত ইসলাম ধর্মে জেহাদের ধারণাকে সুস্পষ্টরূপে উপস্থাপিত করেছে। আয়াত প্রতিপন্থ করে যে জেহাদ হচ্ছে সত্যের জন্য যুদ্ধ করা। কিন্তু কার্যত ইসলাম ধর্ম আক্রমণাত্মক যুদ্ধের অনুমতি দেয় না। পক্ষাত্মের কারো সম্মান, দেশ বা ঈমান রক্ষার্থে যুদ্ধে লিঙ্গ হওয়াকে ইসলাম সর্বোচ্চ নৈতিক কর্তব্য বলে বিবেচনা করে। মানুষ আল্লাহ তাআলার মহোত্তম সৃষ্টি। সে আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সর্বোচ্চ, সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং শেষ পরিণতি। মর্তলোকে মানুষ আল্লাহ তাআলার খলীফা বা প্রতিনিধি এবং তাঁর সময় সৃষ্টির সেরা (২৪৩১)। এটাই ইসলাম ধর্মে মানবের উচ্চ মর্যাদাপূর্ণ স্থান। অতএব এটা খুবই স্বাভাবিক, ধর্ম মানুষকে এই জন্মে উচ্চ মর্যাদার আসনে উন্নীত করেছে, তা সঙ্গে কর্তৃপক্ষেই মানব জীবনের প্রতি মহান গুরুত্ব এবং পবিত্রতা সংযুক্ত করেছে। কুরআন করীমের মতে, সব কিছুর মধ্যে মানবের জীবন সর্বাপেক্ষা পবিত্র এবং সম্মানিত। কুরআন করীমে নির্দিষ্টভাবে বর্ণিত পরিস্থিতির অধীন ছাড়া জীবন হরণ করা বা পবিত্রকে অপবিত্র করা নিষিদ্ধ (৫৪৩৩; ১৭৩০৪)। এটা মানুষের অমূল্য সম্পদ। এটাই সম্ভবত জীবন থেকে অধিকতর মূল্যবান। মানব জীবনের সঙ্গে কুরআন সর্বোচ্চ পবিত্রতা সংযোজন করেছে। তাই কুরআন মানুষের অমূল্য অধিকার, নৈতিক চেতনা বা নীতিবোধের স্বীকৃতি প্রদানে এবং এর পবিত্রতা এবং অলংঘনীয়তা ঘোষণা করতে ব্যর্থ হতে পারে না। এই অমূল্য অধিকার সংরক্ষণ করার জন্যই মুসলমানদেরকে অন্ত ধারণের অনুমতি দেয়া হয়েছিল।

أَطْعِمُوا الْقَانِيْنَ وَالْمُغَرَّبَ، كَذَلِكَ  
سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ②

لَنْ يَنْتَلَّ اللَّهُ لِعْنَمَهَا وَلَا دِمَاءُهَا  
وَلِكِنْ يَنْتَلَّهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ ،  
كَذَلِكَ سَخَّرْهَا لَكُمْ لِتُكْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ  
عَلَى مَا هَذَا كُمْ وَبَشِّرُ الْمُحْسِنِينَ ③

إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الظَّالِمِ أَمْنًا ۝  
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَانِ كَفُورٍ ۝

৪০। যাদের বিরুদ্ধে (বিনা কারণে) যুদ্ধ করা হচ্ছে তাদের (যুদ্ধ করার) অনুমতি দেয়া হলো। কেননা তাদের প্রতি যুলুম করা হয়েছে<sup>১৯৫৩</sup>। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাদের সাহায্য করতে পূর্ণ ক্ষমতাবান।

৪১। (অর্থাৎ) সেইসব লোক যাদেরকে নিজেদের ঘরবাড়ী থেকে অন্যায়ভাবে শুধু এ কারণে বের করে দেয়া হয়েছে যে তারা বলে, ‘আল্লাহ্ আমাদের প্রভু-প্রতিপালক’<sup>১৯৫৪</sup>। ক্ষ-আল্লাহ্ পক্ষ থেকে যদি মানুষের একদলকে আর এক দল দিয়ে প্রতিহত না করা হতো তাহলে সাধুসন্নাসীদের মঠ, গীর্জা, ইহুদীদের উপাসনালয় ধ্বংস করে দেয়া হতো আর মসজিদসমূহও (ধ্বংস করে দেয়া হতো) যেখানে আল্লাহ্ র নাম অধিক শ্রবণ করা হয়<sup>১৯৫৫</sup>। ক্ষ-আর আল্লাহ্ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন, যে তাঁকে (ধর্মের পথে) সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহা শক্তিধর (ও) মহা পরাক্রমশালী।

দেখুন : ক. ২৩২৫২ খ. ৪৭৯৮।

১৯৫৬। বিজ্ঞ ব্যক্তিরা এ ব্যাপারে একমত যে এ হচ্ছে প্রথম আয়াত যা মুসলমানদেরকে আত্ম-রক্ষার্থে অন্ত হাতে তুলে নেয়ার অনুমতি দিয়েছিল। এই আয়াত নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে, অবস্থা বিশেষে মুসলমান আত্ম-রক্ষামূলক যুদ্ধে অবর্তীর হতে পারে এবং পরবর্তী আয়াতসমূহের পাশাপাশি তা ঘোষণা করেছে, কি কারণে অস্ত্রহীন জাগতিক উপায় উপকরণ বিহীন অল্প সংখ্যক মুসলমান আত্ম-রক্ষার্থে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল। তারা মকার জীবনে অনেক বৎসর অনবরত কঠোর নির্যাতন ভোগ করার পর মদীনায় হিজরত করলো। সেখানেও শক্ত তীব্র ঘৃণায় তাদের পিছনে ধাওয়া করে তাদেরকে হয়রানি ও ব্যতিব্যস্ত করেছিল। এই আয়াতে প্রথম কারণস্বরূপ বলা হয়েছে, তারা নির্যাতিত হয়েছিল।

১৯৫৮। এই আয়াত দ্বিতীয় যে কারণ উত্থাপন করেছে তাহলো মুসলমানরা কোন ন্যায়সম্মত ও বৈধ কারণ ছাড়াই তাদের বাড়ী-ঘর থেকে বিতাড়িত হয়েছিল। তাদের একমাত্র অপরাধ ছিল তারা এক আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। বৎসরের পর বৎসর মকায় মুসলমানরা নির্যাতিত হয়েছিল, তারপর তারা সেস্থান থেকে বিতাড়িত হয়েছিল এবং মদীনায় হিজরতের পরে সেখানেও শান্তিতে থাকতে পারলো না। মদীনার চারিদিকের আরব উপজাতিগুলোর সমর্হিত আক্রমণ দ্বারা ইসলামকে সম্পূর্ণ নির্মূল করে দেয়ার অবস্থা সৃষ্টি করা হলো। কুরায়শরা কাঁবা ঘরের তত্ত্বাবধায়ক হওয়ায় তাদের প্রভাবই ছিল সর্বাপেক্ষা অধিক। স্বয়ং মদীনাও তখন ছিল বিদ্রোহ এবং বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা পরিপূর্ণ। নবী করীম (সাঃ) এর দেশত্যাগের ফলে ঐক্যবদ্ধ ইহুদীদের বিরোধিতা হ্রাস হওয়ার পরিবর্তে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই ভয়নক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে মুসলমানরা নিজেদের জীবন, ঈমান এবং রসূল (সাঃ)কে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য অন্ত ধারণ করতে বাধ্য হয়েছিল। কোন মানুষের যদি কখনো যুদ্ধ করার যথার্থতা ও ন্যায়সম্মত কোন কারণ থেকে থাকে, তা সর্বাংশেই ছিল হয়রত মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবা কেরামের (রাঃ)। তথাপি ইসলামের অযৌক্তিক সমালোচনাকারীরা আক্রমণাত্মক যুদ্ধ দ্বারা জবরদস্তিপূর্বক অনিচ্ছুক মানুষের উপর তাঁর (সাঃ) ধর্মের বিশ্বাস চাপিয়ে দেয়ার মিথ্যা অভিযোগ এনেছে।

১৯৫৯। মুসলমানরা কেন যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিল, এই যুক্তি প্রদর্শন করার পর তফসীরাধীন আয়াত ইসলাম ধর্মে যুদ্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছে। উদ্দেশ্য কখনো এরূপ ছিল না যে অপর জনগোষ্ঠীকে তাদের বাড়ী-ঘর, বিষয়-সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা বা তাদের জাতীয় স্বাধীনতা হরণ করে বিদেশী শক্তির গোলামী করতে বাধ্য করা। এটা না ছিল বাজার আবিষ্কার করা, না নৃতন উপনিবেশ স্থাপন করা, যেরূপ পশ্চিম শক্তিগুলো করে থাকে। এ ছিল আত্মরক্ষার জন্য এবং ইসলাম ধর্মকে নির্মূল করার হাত থেকে রক্ষার জন্য যুদ্ধ এবং বিবেকের স্বাধীনতা, চিত্তা ও বুদ্ধির মুক্তি প্রতিষ্ঠা করার যুদ্ধ। এর আরো উদ্দেশ্য ছিল অন্যান্য ধর্মের উপাসনালয়ের স্থানগুলোকে রক্ষা করা যথা, গীর্জা, সিনাগগ, মন্দির, মঠ বা আশ্রম ইত্যাদি (২৪১৯৪; ২৪২৫৭; ৮৪৪০ এবং ৮৪৭৩)। কাজেই ইসলামে যুদ্ধের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য ছিল এবং সর্বাংশই ভবিষ্যতেও থাকবে ধর্মীয় বিশ্বাস এবং ইবাদতের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা এবং বিনা কারণে অন্যায় আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশ, সম্রান এবং স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে যুদ্ধ করা। যুদ্ধ করার জন্য এর চেয়ে অধিকতর সঙ্গত উদ্দেশ্য আর কিছু হতে পারে কি?

أَذْنَ اللَّهِ يُقْتَلُونَ بِإِنْهُمْ ظَلِيمُونَ  
وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِ مَوْلَانَا

إِلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ  
حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَا  
كَذَافَةُ اللَّهِ النَّاسُ بَعْضُهُمْ  
يُبَغْضُ لَهُمْ مَثْصَوَاتٍ صَوَابِعُهُ  
صَلَوَاتٌ وَمَسْجِدٌ يُذْكُرُ فِيهَا اسْمُ  
اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَ اللَّهُ مَنْ  
يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَغُوَّيْ عَزِيزٌ

৪২। এরা (অর্থাৎ মুহাজিররা) সেইসব লোক, যাদের আমরা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত দিবে, তাল কাজের আদেশ দিবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে<sup>১৯৬০</sup>। আর সব কাজের পরিণাম আল্লাহরই হাতে।

৪৩। <sup>ك</sup>আর তারা তোমাকে মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করলে (জেনে রেখো) তাদের পূর্বে অবশ্যই নৃহের জাতি, আদ ও সামুদ(ও) (নবীদের) প্রত্যাখ্যান করেছিল।

৪৪। আর ইব্রাহীমের জাতি এবং লৃতের জাতিও

৪৫। এবং মিদিয়ানবাসীরাও (তা-ই করেছিল)। আর মুসাকেও মিথ্যাবাদী আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। কিন্তু আমি অঙ্গীকারকারীদের কিছু অবকাশ দিয়েছিলাম। এরপর আমি তাদের ধরেছিলাম। সুতরাং কত (ভয়ঙ্কর) ছিল আমার শাস্তি!

৪৬। <sup>ك</sup>আর কত জনপদই আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি যখন তারা যুলুমে লিপ্ত ছিল, ফলে সেগুলো (আজও বিশ্বস্ত অবস্থায়) নিজেদের হাদের ওপর পড়ে রয়েছে। আর কত পরিত্যক্ত কূপ এবং সুউচ্চ, সুদৃঢ় প্রাসাদও (আমরা ধ্বংস করেছি)!

৪৭। অতএব <sup>ج</sup>তারা কি পৃথিবীতে ঘুরে দেখে না যাতে তাদের সেই হৃদয় লাভ হয় যা দিয়ে তারা বিবেকবুদ্ধি খাটায় অথবা সেই কান লাভ হয় যা দিয়ে তারা শুনতে পায়? আসলে চোখ অঙ্গ হয় না, বরং বক্ষে অবস্থিত হৃদয়ই অঙ্গ হয়ে থাকে<sup>১৯৬১</sup>।

দেখুন : ক. ৬৯৩৫; ৩৫৪২৬; ৪০৪৬; ৫৪৪১০ খ. ৭৪৫; ২১৪১২; ২৮৪৫৯; ৬৫৪৯-১০ গ. ১২৪১১০; ৩০৪১০; ৩৫৪৪৫; ৪০৪২২; ৪৭৪১১।

১৯৬০। এই আয়াতে মুসলমানদেরকে এই আদেশ দেয়া হয়েছে, তাদের হাতে যখন ক্ষমতা আসবে তখন তা তাদের নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা সর্বীচান হবে না, বরং দরিদ্র ও অবহেলিত লোকদের ভাগ্যের উন্নতি বিধানের জন্য এবং তাদের কর্তৃত্বাধীন রাজ্যগুলোতে শাস্তি-নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য উক্ত ক্ষমতা নিয়েজিত করতে হবে এবং ইবাদত বা উপাসনার স্থানসমূহকে রক্ষা করা ও সম্মান করা তাদের কর্তব্য হবে।

১৯৬১। এই আয়াতে এবং কুরআনের অন্যান্য স্থানে বর্ণিত এই প্রকারে মৃত, অঙ্গ এবং বধির বলতে ঐ সকল লোককে বুঝিয়েছে যারা আধ্যাত্মিকভাবে মৃত, অঙ্গ এবং বধির।

أَلَّذِينَ إِنْ مَكَثُوهُمْ فِي الْأَرْضِ  
أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتَوْا الزَّكُوَةَ وَ  
أَمْرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ  
الْمُنْكَرِ، وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبْتُمْهُمْ  
<sup>(১)</sup>  
وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبْتُ قَبْلَهُمْ  
قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَشَمُوذٌ  
<sup>(২)</sup>

وَقَوْمُ رَبِّرِهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ  
<sup>(৩)</sup>  
وَأَصْحَبُ مَذَيْنَ جَ وَكُرَبَ مُؤْسَى  
فَأَمْلَيْتُ لِلْكُفَّارِينَ شَمَّ آخْذَتْهُمْ جَ  
فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ  
<sup>(৪)</sup>

فَكَأَيْنَ مِنْ قَرِيبَةِ أَهْلَكْنَاهَا وَ هِيَ  
ظَالِمَةٌ فَهِيَ حَادِيَةٌ عَلَى عَرْوَشَهَا وَ  
يُئِرِ مُهَاطَلَةٍ وَقَصِيرٍ مَشِيدَه  
<sup>(৫)</sup>

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ  
لَهُمْ قُلُوبٌ يَغْقِلُونَ بِهَا أَوْ أَذَانٌ  
يَسْمَعُونَ بِهَا جَ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلُ  
الْأَبْصَارُ وَلِكِنْ تَعْمَلُ الْقُلُوبُ الَّتِي  
فِي الصُّدُورِ  
<sup>(৬)</sup>

৪৮। \*আর তারা তোমাকে আয়াব ত্বরান্বিত করতে বলে, অথচ আল্লাহ্ কখনো তাঁর প্রতিশ্রূতির ব্যক্তিমূলক করবেন না। আর নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালকের কাছে এমন দিনও আছে যা তোমাদের গণনায় এক হাজার বছর<sup>১৯৬১-ক</sup>।

৪৯। আর কত জনপদকেই আমি অবকাশ দিয়েছি, অথচ  
[১০] তারা যালেম ছিল। এরপর আমি তাদের ধরে ফেললাম এবং  
১৩ আমারই দিকে (সবাইকে) ফিরে আসতে হবে।

৫০। তুমি বল, ‘হে মানবজাতি! \*আমি তোমাদের জন্য  
কেবল একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী।’

৫১। সুতরাং যারা ঝীমান আনে এবং সৎকাজ করে \*তাদের  
জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সশ্বানজনক রিয়্ক।

৫২। আর যারা আমাদের নির্দর্শনাবলী ব্যর্থ করার চেষ্টায়  
অনেক ছুটাছুটি করেছে তারাই (হবে) জাহানামের অধিবাসী।

৫৩। আর আমরা তোমার পূর্বে যখনই কোন রসূল ও নবী  
পাঠিয়েছি সে যখনই কোন (কিছুর) ইচ্ছা করেছে তখনই  
শয়তান তার ইচ্ছার পথে (বাধা) সৃষ্টি করেছে। কিন্তু  
শয়তানের<sup>১৯৬২</sup> সৃষ্টি (বাধা) আল্লাহ্ দূর করে দেন। এরপর  
তিনি দৃঢ়ভাবে তাঁর নির্দর্শনাবলী প্রতিষ্ঠিত করে দেন। আর  
আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

দেখুন : ক. ২৬:২০৫; ২৭:৫২; ২৯:৫৪-৫৫; ৩৭:১৭৭; ৫১:১৫ খ. ২৬:১১৬; ২৯:৫১; ৫১:৫১; ৬৭:২৭ গ. ৮:৭৫; ২৪:২৭; ৩৪:৫ ঘ. ৩৪:৬, ৩৯।

১৯৬১-ক। বর্ণিত আছে, হযরত রসূল করীম (সাঃ) বলেছেন যে ইসলামের প্রথম তিন শতাব্দী এর সর্বোত্তম সময় তারপর মিথ্যার প্রান্তর্ভুক্ত হবে এবং এক অঙ্ককার যুদ্ধের বাতাস বইতে আরম্ভ করবে যা এক হাজার বৎসর কাল ব্যাপি চলতে থাকবে (তিরমিয়ী)। উক্ত এক হাজার বৎসর সময় একদিনের অনুরূপ বলা হয়েছে (৩২:৬)। এই সময়ের মধ্যে নীল চক্ষুবিশিষ্ট এক জাতির উত্থান হবে এবং তারা সমগ্র পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে (২০:১০৩-১০৪)। তারাই নীল চক্ষুবিশিষ্ট লোকরূপে চিরায়িত হয়েছে যারা জাগতিক গৌরব ও রাজনৈতিক ক্ষমতার ফলে অতিশয় আস্ত্রণিরতা ও উদ্বৃত্ত সহকারে নবী করীম (সাঃ)কে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করেছে। তাঁর ঘোষণাকৃত শাস্তি যেন শ্রীম্ব নেমে আসে তা কামনা করছি, যা তাদেরকে নির্ধারিত এবং প্রতিশ্রূত সময়ে পাকড়াও করবে বলে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

১৯৬২। পক্ষপাতদুষ্ট খৃষ্টান লেখক এই আয়াতের স্বেচ্ছাকৃত ভুল ব্যাখ্যা এবং উদ্দেশ্য প্রমোদিত বিকৃত অর্থ করেছে। তারা বলে, মক্কায় একদিন নবী করীম (সাঃ) সূরা আন নজরের ২০ এবং ২১ আয়াত তেলোওয়াত করছিলেন, “এখন তোমার আমাকে লাত” এবং ‘উয়্যা’র অবস্থা শুনাও, এবং আরো একটি তৃতীয় মানাতের অবস্থা শুনাও” তখন শয়তান তাঁর জিহ্বাতে -‘তিলকাল গারানী কাল উলা, ওয়া ইন্না শাফায়াতাহন্না লাতুর তাজা’ (এরা গৌরবময় দেবী এবং এদের শাফায়াত বা সুপারিশ আশা করা যায়) শব্দগুলো ঢেলে দিয়েছিল। তারা এটাকে হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) এর বিচুতি বা ‘প্রতিমা পূজার ব্যাপারে আপোষ’ বলে অভিহিত করেছে। হযরত নবী করীম (সাঃ) কখনো প্রতিমা পূজার ব্যাপারে আপোষ করেননি। কখনই কোন বিচুতি তাঁর পক্ষে ঘটেনি। এই অভিযোগ স্বীকৃত কল্পিত। এই

টাকার অবশিষ্টাংশ পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

وَ يَسْتَخْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَ لَنْ  
يُخْلِفَ اللَّهُ وَغَدَةً وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ  
رِّبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ قَمَّا تَعْدُونَ<sup>(১)</sup>

وَ كَأَيْنَ مِنْ قَرِيْبَةِ آمَلَيْتُ لَهَا وَ  
هِيَ ظَالِمَةٌ شَمَّ أَحَدُهُمْ وَ رَأَيَ  
الْمَصِيرُ<sup>(২)</sup>

قُلْ يَا يَهَا النَّاسُ إِنَّمَا آتَانَا كُفُورُنَا  
مُمِينُ<sup>(৩)</sup>

فَالَّذِينَ أَمْنَوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ  
لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرَزْقٌ كَيْفَ يَرَوُ<sup>(৪)</sup>

وَ الَّذِينَ سَعَوا فِي أَيْتَنَا مُعْجِزَيْنَ  
أُولَئِكَ أَصْحَبُ الْجَحِيمِ<sup>(৫)</sup>

وَمَا آزَسْلَنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ  
وَلَا نَيْتِ إِلَّا إِذَا تَمَّتِ الْأَلْقَى الشَّيْطَنُ  
فِي أَمْبَيْتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي  
الشَّيْطَنُ شَمَّ يُخْكِمُ اللَّهُ أَيْتِهِ وَاللَّهُ  
عَلَيْهِ حَكْيَمٌ<sup>(৬)</sup>

৫৪। (এর কারণ হলো,) তিনি যেন শয়তানের (পক্ষ থেকে) সৃষ্টি (প্রতিবন্ধকতাকে) সেইসব লোকের জন্য পরীক্ষার কারণ করেন, যাদের অন্তরে ব্যাধি<sup>১৯৬৩</sup> আছে এবং যাদের হৃদয় কঠোর হয়ে গেছে। আর নিচয় যালেমরা চরম বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত (রয়েছে)।

৫৫। আর (এর আরো কারণ হলো), যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে তারা যেন জানতে পারে নিচয় এটা (অর্থাৎ কুরআন) তোমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্য। অতএব তারা যেন এতে ঈমান আনে এবং তাঁর প্রতি তাদের হৃদয় বিনত হয়। আর আল্লাহ্ সরলসুদৃঢ় পথের দিকে নিচয় মুমিনদের পরিচালিত করে থাকেন।

৫৬। আর যারা অস্তীকার করেছে তারা এ (কুরআন) সম্বন্ধে সেই সময় পর্যন্ত \*সন্দেহে পড়ে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত (ধৰ্মসের) নির্ধারিত মুহূর্ত<sup>১৯৬৪</sup> তাদের ওপর অক্ষম এসে না পড়বে, অথবা এক ধর্মস্থানে দিবসের আয়ার তাদের ধরে না ফেলবে<sup>১৯৬৫</sup>।

দেখুন : ক. ১৩:২০; ৩৪:৭; ৩৫:৩২; ৪৭:৩; ৫৬:৯৬ খ. ১১:৪৮।

সমালোচকরা সর্বদা নবী করীম (স) এর দোষ-ক্রটি আবিষ্কার করার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকে এবং যখন কিছু পাওয়া যায় না তখন তারা একটা কিছু মিথ্যা উত্তোলন করে তাঁর প্রতি আরোপ করে। এর বিস্তারিত বর্ণনা আমরা সংশ্লিষ্ট আয়াত (৫৩:২০,২১) এর ব্যাখ্যায় করবো। এখানে শুধু এতুকু বলা যথেষ্ট হবে, সমস্ত কাহিনীটি মিথ্যা প্রমাণিত হয় এই ঘটনা দ্বারা যে বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সর্বসম্মত মতে সুরা নজর আঁ হ্যুর (সা:) এর প্রতি নবুওয়তের পক্ষম বৎসরে অবর্তীন হয়েছিল। পক্ষান্তরে বর্তমান সুরা মদীনায় নবুওয়তের এয়োদশ বৎসরে অথবা হিজরতের পূর্ব মুহূর্তে অবর্তীন হয়েছিল। এটা কল্পনাতীত ব্যাপার যে আল্লাহ্ তাআলাকে বর্তমান সুরার মধ্যে উক্ত ঘটনা সম্বন্ধে উল্লেখ করার জন্য আট বৎসর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। অধিকতু কুরআনের সকল বিজ্ঞ তফসীরকার কর্তৃক এই কাহিনী সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। এ ছাড়া আয়াতের কোন শব্দে এরূপ কিছুই নেই যার কারণে একটা ডাহা মিথ্যার আবশ্যক হতে পারে। আয়াতের অর্থ একেবারেই সুস্পষ্ট। এই আয়াতের অভিপ্রায় হচ্ছে, যখন আল্লাহ্ তাআলাকে নবী-রসূল তাঁর লক্ষ্যে পৌছার প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকেন অর্থাৎ যখনই তিনি সত্যের বাণী প্রচার করেন এবং আকাঙ্খা করেন যে পৃথিবীতে আল্লাহ্ তোহীদ যেন প্রতিষ্ঠিত হয় তখনই শয়তানী শক্তিতে পরিচালিত লোকেরা তাঁর পথে সকল প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে সত্যের অগ্রগতিকে রুক্ষ করতে চেষ্টা করে। এরা তাঁর মিশন বা প্রচার কার্যকে ব্যর্থ দেখতে চায়। কিন্তু তারা কখনো ঐশ্বী-পরিকল্পনাকে ব্যাহত করতে পারে না। আল্লাহ্ তাআলা সর্বপ্রকার বাধা দূর করে দেন এবং সত্যকে প্রাথমিক দিয়ে বিজয়ী করেন। এ ছাড়া শয়তানের পক্ষ এটা কিছুতেই সম্ভব নয় যে সে কুরআনের পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ দর্শনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন (১৫:১০; ৭২:২৭-২৯)। এমনকি খৃষ্টান পদ্ধতিগণও কুরআনের এই দাবীর সত্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন।

১৯৬৩। আমরা পূর্ববর্তী আয়াতের যে ব্যাখ্যা করেছি তা এই আয়াতও সমর্থন করে। ভিত্তিহীন কল্প-কাহিনী যা কতিপয় নির্বোধ ব্যাখ্যাকারী উক্ত আয়াত সম্পর্কে জালিয়াতি করার দায়িত্ব নিজেদের ক্ষেত্রে তুলে নিয়েছিল, তা ন্যায়নিষ্ঠার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এই আয়াতের অভিপ্রায় হচ্ছে, শয়তানী চরিত্রের লোকেরা আল্লাহ্ প্রেরিতগণের মিশন প্রচারে সর্বপ্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির মাধ্যমে এর অগ্রগতি রোধ করার জন্য প্রচেষ্টা চালায়। তারা এরূপ লোক যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। তারাই পথভ্রষ্ট। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা এরূপ সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করে দেন এবং প্রাথমিক ও স্বল্প-স্থায়ী বাধা- বিপত্তির পরে সত্য নিয়মিত গতিতে উন্নতি ও অগ্রগতির পথে অগ্রসর হতে থাকে।

১৬৬৪ ও ১৬৬৫ টীকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَنُ فِتْنَةً  
لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَّ  
الْفَاسِدَةَ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ  
لَفِي شَقَاقٍ بَيْنِهِمْ

وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ أَؤْتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ  
الْقُلُقُ مِنْ رِبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ  
فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُمَا دَ  
الَّذِينَ أَمْنَوْا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

وَكَيْزَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِزِيزَةٍ  
وَقِنَّهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَعْثَةً أَوْ  
يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ عِقْلَمٍ

৫৭। ৰসেদিন আধিপত্য হবে একমাত্র আল্লাহরই<sup>১৯৬৬</sup>। তিনি তাদের মাঝে মীমাংসা করে দিবেন। সুতরাং ৰ্ঘারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে তারা নেয়ামতপূর্ণ জাল্লাতসমূহে থাকবে।

৫৮। আর ৰ্ঘারা অঙ্গীকার করেছে এবং আমাদের [৯] আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছে তাদের জন্যই লাঞ্ছনাজনক ১৪ আয়াব (নির্ধারিত) রয়েছে।

৫৯। ৰ্ঘার ঘারা আল্লাহর পথে হিজরত করে, এরপর তারা নিহত হয় অথবা স্বাভাবিকভাবে মারা যায়<sup>১৯৬৭</sup> নিশ্চয় আল্লাহ তাদের উত্তম রিয়্ক দান করবেন। আর রিয়্কদাতাদের মাঝে নিশ্চয় আল্লাহই সর্বোত্তম।

৬০। তিনি অবশ্যই এমন স্থানে তাদের প্রবেশ করাবেন যা তারা পছন্দ করবে। আর আল্লাহ নিশ্চয়ই সর্বজ্ঞ (ও) পরম সহিষ্ণু।

৬১। এটা এভাবেই (হবে)। আর যে ব্যক্তি সেই পরিমান প্রতিশোধ গ্রহণ করে, যে পরিমান কষ্ট তাকে দেয়া হয়েছে। এতদ্বন্দ্বেও সে (বিপক্ষ দ্বারা) নির্যাতিত হলে নিশ্চয় আল্লাহ তাকে সাহায্য করবেন<sup>১৯৬৮</sup>। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরম মার্জনাকারী (ও) অতি ক্ষমাশীল।

দেখুন ৪ ক. ২৫৪২৭ খ. ১৩৪৩০; ১৪৪২৪; ১৮৪৩১; ৩০৪১৬; ৬৮৪৩৫; ৭৮৪৩২-৩৭ গ. ২৪৪০; ৭৪৩৭; ৩০৪১৭; ৫৭৪২০; ৬৪৪১১; ৭৮৪২২-২৭  
ঘ. ৩৪১৯৬; ৮৪৭৫; ৯৪২০-২২; ১৬৪৪২।

১৯৬৪। ‘ধৰ্মসের’ নির্ধারিত মুহূর্ত’ শব্দগুলো ঘারা ইসলামের শেষ বিজয়কে বুঝায়। এর অর্থ মক্কা বিজয়ও হতে পরে, যে সময়ে অবিশ্বাসী কুরায়শদের শক্তিকে চূড়ান্তভাবে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেয়া হয়েছিল। এই পতন অকস্মাত ঘটেছিল। মুসলমান সৈন্য-বাহিনীর মক্কা শহরের দ্বার দেশে এসে পৌছার পূর্ব মুহূর্তেও কুরায়শরা তাদের আগমন সম্বন্ধে কোন ধারণাই করতে পারেনি।

১৯৬৫। ‘ইমরাআতুন আক্বীমুন’ এর অর্থ বন্ধ্যা স্ত্রীলোক। ‘ইয়াওমিন আক্বীমিন’ অর্থ বিষাদপূর্ণ দিবস, এক ধৰ্মসাম্মত দিবস, কঠিন যুদ্ধের দিবস। বলা হয়ে থাকে, বহু নারী এই যুদ্ধে তাদের পুত্রদেরকে হারিয়ে ‘আক্বীম’ (বন্ধ্যা) হয়ে গিয়েছিল (মুক্রানাত, লেইন)।

১৯৬৬। সাধারণ প্রয়োগ ছাড়াও এই আয়াত বিশেষভাবে মক্কার পতন সম্পর্কে প্রযোজ্য। সেদিন আরবে আল্লাহ তাআলার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং প্রতিমা-উপাসনা তাদের শক্তির কেন্দ্র থেকে চিরতরে বিদায় নিয়েছিল এবং আল্লাহর পবিত্র সিদ্ধান্ত এই শব্দগুলোতে উচ্চারিত হয়েছিল ‘সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই বিষয়’ (১৭:৮২)।

১৯৬৭। ঘারা আল্লাহ তাআলার জন্য নিজেদের ঘর-বাড়ী এবং সমস্ত প্রিয় বিষয়াদি ত্যাগ করে তাঁরই পথে জীবন অতিবাহিত করে এবং তাঁরই জন্য নিত্য দিন কার্যে ব্যাপ্ত অবস্থায় মৃত্যু বরণ করে তারা এ সকল লোকের শ্রেণীভুক্ত হওয়ার যোগ্য ঘারা প্রকৃতই আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে শহীদ হয়। একমাত্র আল্লাহ তাআলা তাঁর অন্তর্ভুক্ত জ্ঞানে তাদের জীবনকে ধরে রাখেন। এটাই হলো, ‘অথবা মারা যাওয়ার’ মর্মার্থ।

১৯৬৮। এই আয়াত দ্বৈত অর্থবোধক। এতে মুসলমানদের জন্য সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও নিহিত রয়েছে। প্রথমোক্ত অর্থের অভিপ্রায় হলো,

آلْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ تَّلَهُ وَيَنْحَكِمُ بَيْتَهُمْ  
فَالَّذِينَ أَمْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ فِي  
جَنَّتِ النَّعِيْمِ<sup>১০</sup>

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِاِيْتِنَتِ  
فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ<sup>১১</sup>

وَالَّذِينَ هَا جَرُوا فِي سِيْئَيْلِ اللَّهِ شَمْ  
قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيْزَقْنَهُمْ اللَّهُ رِزْقًا  
حَسَنًا، وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرِّزْقِينَ<sup>১২</sup>

لَيْدَخْلَنَهُمْ مُّذَلَّا يَرْضَوْنَهُ، وَإِنَّ  
اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ<sup>১৩</sup>

ذِلِّكَ وَمَنْ عَاهَدَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهِ  
شُمْبُغِيَ عَلَيْنِهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ  
لَعْفُوٌ عَفْوُرٌ<sup>১৪</sup>

৬২। (শান্তি ও পুরুষের) এ (বিধান রাখার) কারণ হলো, (এ কথা সাব্যস্ত করা), \*আল্লাহই রাতকে দিনে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতে প্রবেশ করান<sup>১৯৬৯</sup>। আর নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠা (ও) সর্বদ্বন্দ্বিষ্ঠা।

৬৩। এটা এভাবেই (হয়ে থাকে), কেননা \*আল্লাহই চিরসত্য এবং তাঁকে ছাড়া তারা যাকে ডাকে সেটা মিথ্যা। আর নিশ্চয় আল্লাহই অতি উচ্চ (ও) অতি মহান।

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُؤْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ  
وَيُؤْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ  
سَمِيعٌ بَصِيرٌ<sup>১</sup>

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا  
يَدْعُونَ مِنْ دُوَنِيهِ هُوَ الْبَأْطُلُ وَأَنَّ  
اللَّهُ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ<sup>২</sup>

أَلْفَتَرَأَنَّ اللَّهَ آتَىَ زَلَّ مِنَ السَّمَاءِ  
مَاءً فَتَضَبَّحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَةً ، إِنَّ  
اللَّهَ لَطِيفٌ حَيْئَرٌ<sup>৩</sup>

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ، وَعِ  
إِنَّ اللَّهَ لَهُ الْغَنَىُ الْحَمِيدُ<sup>৪</sup>

أَلْمَتَرَأَنَّ اللَّهَ سَحَرَ كُفَّارَ مَا فِي  
الْأَرْضِ وَالْفُلَكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ  
بِأَمْرِهِ ، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقْعَدَ عَلَى  
الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالْأَنْتَارِ  
لَرِءُوذَ فِي رَحِيمٍ<sup>৫</sup>

وَهُوَ الَّذِي آخِيَ حُكْمَ رُشْمَ يُمِيتُ كُفَّارَ  
ثُمَّ يُحْيِي حُكْمَ ، إِنَّ الْإِنْسَانَ  
لَكَفُورٌ<sup>৬</sup>

★ ৬৪। তুমি কি দেখনি, নিশ্চয় \*আল্লাহ আকাশ থেকে পানি অবতীর্ণ করেন যার ফলে পৃথিবী সবুজশ্যামল হয়ে ওঠে? <sup>১৯৭০</sup> নিশ্চয় আল্লাহ অতি সুস্কদর্শী (ও) সর্বজ্ঞ।

৮ ৬৫। \*আকাশসমূহে যা-ই আছে এবং পৃথিবীতে যা-ই আছে [৭] (সব) তাঁরই। আর নিশ্চয় আল্লাহই স্বয়ংস্মূর্ণ (ও) পরম ১৫ প্রশংসার অধিকারী।

★ ৬৬। তুমি কি দেখনি, \*পৃথিবীতে যা-ই আছে সেগুলোকে এবং তাঁরই আদেশে সাগরে ভেসে বেড়ানো জলযানগুলোকে নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন? আর জ্যোতিষ্ক্রমভূলী যেন তাঁর অনুমতি\* ছাড়া পৃথিবীতে পড়ে না যায় তা থেকে তিনি সেগুলোকে বিরত রেখেছেন। নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি অতি মমতাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

৬৭। \*আর তিনিই তোমাদের জীবিত করেছেন, এরপর তোমাদের মৃত্যু দিবেন (এবং) আবার তিনি তোমাদের জীবিত করবেন<sup>১৯৭১</sup>। নিশ্চয় মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ।

দেখুন : ক. ৩৪২৮; ৩১৪৩০; ৩৫৪১৪; ৫৭৪৭ খ. ২০৪১১৫; ২৩৪১৭; ২৪৪২৬ গ. ২২৪৬; ৩০৪৫১; ৩৫৪২৮; ৩৯৪২২; ৪৫৪৬ ঘ. ২৪৪৫৮; ১০৪৫৬; ৩১৪২৭ ঝ. ১৬৪১৫ ঢ. ২৪৪২৯; ১৬৪৭১; ৩০৪৪১; ৪০৪৬৯।

মুসলমানরা অত্যাচারিত হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে সীমালংঘন করা হয়েছে। মুসলমানরা প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু এই প্রতিশোধ গ্রহণে ন্যায়ের সীমাত্তিক্রম করা উচিত হবে না। শক্রের ক্ষতিসাধন এতটুকু করতে পারবে যতটুকু ক্ষতি তাদের করা হয়েছে। দ্বিতীয় অর্থ মতে মুসলমানদেরকে বলা হয়েছে, তারা শক্রদেরকে নিজ শক্রির অধীনে পাবে, কিন্তু যতটুকু আঘাত তারা পেয়েছিল ততটুকু আঘাত করা ন্যায়-সঙ্গত হবে। তবে উভয় হবে যদি তারা তাদের সফলতা ও বিজয়ের মুহূর্তে আল্লাহ তাআলার পবিত্র করণা ও ক্ষমাশীলতার গুণের অনুকরণে পরাজিত শক্রদেরকে ক্ষমা করে দেয়।

১৯৬৯। 'নাহারুন' (দিবস) শব্দ এই আয়াতে ক্ষমতা ও উন্নতি বুঝায় এবং 'লায়ল' (রাত্রি) শব্দ অধোগতি ও অধঃপতনের মধ্যে জাতির শক্তিহীনতার অর্থ প্রকাশক। আয়াতের এই আলংকারিক ব্যবহার দ্বারা পূর্ববর্তী আয়াতে উল্লেখিত ঘটনা প্রবাহের প্রতি নির্দেশ করছে যে নিদারুন দৃঢ়ের রজনী ও নির্যাতন যার মধ্যে দিয়ে মুসলমানরা এক সুনীর্ধকাল অতিবাহিত করতে বাধ্য হয়েছিল, তাতে যাবনিকাপাত হতে চলেছে এবং তাদের গৌরবময় ক্ষমতার দিনগুলোর প্রভাত এখন আসছে।

১৯৭০। এই আয়াত প্রকৃতির বিস্ময়কর নিয়মের প্রতি কাফিরদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে যা তাদের চক্ষুর সম্মুখে উন্মীলিত রয়েছে। এ কথা বলার অভিপ্রায় হলো, তারা কি দেখতে পায় না, আবাবের বন্ধ্যা ও উষর মরুভূমি এবং আধ্যাত্মিকভাবে মৃত ভূমির উপর ঐশ্বী রহমতের

১৯৭০ টাকার অবশিষ্টাংশ, ★চিহ্নিত টাকাটি এবং ১৯৭১ টাকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

৬৮। আমরা প্রত্যেক উচ্চতের জন্য কুরবানীর নিয়মপদ্ধতি নির্ধারণ করেছি<sup>১৯৭২</sup>। তারা সে অনুযায়ী কুরবানী করে থাকে। সুতরাং তারা যেন তোমার সাথে এ বিষয়ে কোন তর্কবিতর্ক না করে। তুমি তোমার প্রভু-প্রতিপালকের দিকে ডাক। নিশ্চয় তুমি হেদয়াতের সরলসুদৃঢ় পথেই রয়েছ।

৬৯। আর তারা তোমার সাথে তর্কবিতর্ক করলে তুমি বল, ‘নিশ্চয় তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ ভালো করেই জানেন।

৭০। ‘<sup>ك</sup>আল্লাহ্ কিয়ামত দিবসে তোমাদের মাঝে সেই বিষয়ের মীমাংসা করবেন যা নিয়ে তোমরা মতভেদ করতে।’

৭১। তুমি কি জান না, <sup>ك</sup>আকাশে ও পৃথিবীতে যা-ই আছে নিশ্চয় আল্লাহ্ তা জানেন? নিশ্চয় এ (সব কিছু) এক কিতাবে (সংরক্ষিত) আছে। নিশ্চয় এ বিষয়টি আল্লাহ্ জন্য সহজ।

৭২। <sup>ك</sup>আর তারা আল্লাহকে ছেড়ে এমন কিছুর উপাসনা করে যার সম্পর্কে তিনি কোন অকাট্য প্রমাণ অবর্তীর্ণ করেননি এবং যার সম্পর্কে তাদের কোন প্রকার জ্ঞানও নেই<sup>১৯৭৩</sup>। আর যালেমদের জন্য কোন সাহায্যকারী হবে না।

৭৩। <sup>ك</sup>আর তাদের সামনে যখন আমাদের সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ পড়ে শুনানো হয় তখন অঙ্গীকারকারীদের চেহারায় তুমি অসন্তোষ দেখে থাক। তারা সেইসব লোকের ওপর আক্রমণ করতে উদ্যত হয়, যারা তাদেরকে আমাদের আয়াতসমূহ পড়ে শুনায়। তুমি বল, <sup>ك</sup>‘আমি কি এর চেয়ে মন্দ বিষয় সম্বন্ধে ৯ তোমাদের অবহিত করবো? (তা হলো) আগুন! যারা অঙ্গীকার [৮] করেছে আল্লাহ্ তাদের সাথে এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর ১৬ এটা অতি মন্দ ঠাই!’

দেখুন : ক. ২৪:১৪; ৪৪:৪২ খ. ২০:৪৮; ২৭:৬৬; ৪৯:১৭ গ. ৭:৭২; ১২:৪১; ৫৩:২৪ ঘ. ১৭:৪৭; ২৩:৬৭-৬৮; ৩৯:৪৬; ৩৫:৬১; ৫:৫৬১।

বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে এবং তাতে নব জীবনের স্পন্দন শুরু হয়েছে এবং সর্বত্র তাজা ও সবুজ গাছপালা বিরাজ করছে। অর্থাৎ দেশের সর্বত্র আধ্যাত্মিক জাগরণ পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং ইসলাম গভীরভাবে আপন শিকড় গেড়ে বসেছে।

★‘অনুমতি’ শব্দটি সম্বৃত উক্তা ও অন্যান্য জ্যোতিষক্রমভূলীর পতনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। সেগুলো অনবরত পৃথিবীকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। (মাওলানা শের আলী সাহেবের ইংরেজীতে অনুদিত কুরআন করীমের পরিশিষ্টে হ্যারত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে): কর্তৃক প্রদত্ত টাকা দ্রষ্টব্য।)

১৯৭১। জীবন এবং মৃত্যুর বিশ্বাসকর ব্যাপার যুগপৎ সক্রিয় রয়েছে। প্রত্যেক মৃত্যু এক নতুন জীবনানুসরণ করে এবং প্রত্যেক মৃত্যু নিয়ে আসে এক নবজীবনের আশা। বদর এবং উদ্বৃত্ত ইত্যাদি যুদ্ধ ক্ষেত্রে কিছু সংখ্যক মুসলমানের মৃত্যু আরবের সর্বত্র আধ্যাত্মিক পুনর্জীবনের সংশ্লার করেছিল।

১৯৭২। সকল জাতি এবং গোষ্ঠীর মধ্যেই কোন ঐশ্বী ইবাদত পরিদৃষ্ট হয়। উক্ত বাস্তব ঘটনা এই সত্যের দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে,

১৯৭২ টাকার অবশিষ্টাংশ এবং ১৯৭৩ টাকাটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

يُكَلِّ أَمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَأً هُمْ نَاسِكُوهُ  
فَلَا يُتَّمِّزُونَ بِمَنْكَرٍ فِي الْأَمْرِ وَإِذْ رَأَيْتَ  
إِنَّكَ لَعَلَّ هُدًى مُّسْتَقِيمٌ<sup>১৯</sup>

وَإِنْ جَاءَ لُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ<sup>২০</sup>

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ  
وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ  
ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ<sup>২১</sup>

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ  
بِهِ سُلْطَانًا مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمٌ  
وَمَا يَلْظِلِيمِينَ مِنْ نُصِيرٍ<sup>২২</sup>

وَإِذَا تُشَلِّ عَلَيْهِمْ أَيْتَنَا بِتِئْتِ  
تَخْرُفُ فِي دُجُونِ الْجِنِّينَ كَفَرُوا  
الْمُنْكَرَ، يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالْجِنِّينَ  
يَسْتَلُونَ عَلَيْهِمْ أَيْتَنَا دُقْلَ أَفَأَنِيْكُنْ  
يُشَرِّقُونَ ذَلِكُمْ دَالِيْلُمْ دَالِيْلُ  
اللَّهُ الْجِنِّينَ كَفَرُوا وَأَيْتَسَ الْمُصِيرُ<sup>২৩</sup>

৭৪। হে মানবজাতি! একটি শুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা হচ্ছে। অতএব তোমরা তা মনোযোগ দিয়ে শুন। নিশ্চয় তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে যাদের ডাকছ তারা কখনো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না, যদিও তারা সবাই এ উদ্দেশ্যে একত্র হোক না কেন। আর মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কোন কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায় তারা তাও এর কাছ থেকে ছাড়িয়ে আনতে পারবে না। যে (কল্যাণ) চায় এবং যার কাছে (কল্যাণ) চাওয়া হয় তারা (উভয়ে) কতই অসহায়<sup>১৯৭৪</sup>।

৭৫। যেভাবে \*আল্লাহর ১৯৫কদর করা উচিত ছিল সেভাবে তারা তাঁর কদর করেনি। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমতাবান (ও) মহা পরাক্রমশালী।

★ ৭৬। আল্লাহ ফিরিশ্তাদের মাঝ থেকে এবং মানুষের মাঝ থেকেও (তাঁর) রসূলদের মনোনীত করে থাকেন<sup>\*</sup>। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা (ও) সর্বদ্রষ্টা।

★ ৭৭। \*তাদের সামনে যা আছে এবং তাদের পেছনে যা আছে তা তিনি জানেন। আর আল্লাহর দিকেই (সব) বিষয় ফিরিয়ে নেয়া হবে।

৭৮। হে যারা ঈমান এনেছ! \*তোমরা রক্ত কর, সিজদা কর, জ্ঞ তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের ইবাদত কর এবং ভাল কাজ কর যেন তোমরা সফল হতে পার।

দেখুন ৪ ক. ১৬:২১ খ. ৬:৯২; ৩৯:৬৮ গ. ২৪:৫৬; ২৭:৬৬; ৪৯:১৭ ঘ. ৩:৪৪; ৪১:৩৮; ৯:৬:২০।

সকল ধর্মতের মধ্যে ইসলাম ধর্মই সর্বপ্রথম এই সত্য প্রকাশ ও ঘোষণা করেছে, সমগ্র জানবজাতির মধ্যেই আল্লাহ তাআলার উপাসনা শিক্ষা দেয়ার জন্য তাঁর নিকট থেকে নবী-রসূল আবির্ভূত হয়েছিলেন।

১৯৭৩। এই আয়াতে প্রতিমা-পূজার বিরুদ্ধে যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে: (ক) মূর্তিপূজার অনুকূলে কোন ঐশ্বী গ্রন্থেই কোন প্রকার প্রমাণ পাওয়া যায় না, (খ) মানবীয় যুক্তি এবং বিবেকে এর প্রতিকূলে এবং প্রতিমা উপাসকেরা এর সমর্থনে তাদের ব্যক্তিগত ও পর্যবেক্ষণ-ভিত্তিক সুপ্রতিষ্ঠিত যুক্তি দিতে পারে না এবং (গ) যুগ্মযুগ ব্যাপি মূর্তি-পূজারী এবং বিশ্বাসীদের এই দুন্দু মুমিনরা নিশ্চিতরূপে বিজয়ী হয়েছে। অতএব ওহী-ইলহাম, মানবীয় যুক্তি এবং ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত সমষ্টিই প্রতিমা উপাসনার বিপক্ষে।

১৯৭৪। তফসীরাধীন আয়াত অবিশ্বাসীদের কাছে তাদের উপাস্যগুলোর শক্তিহীনতা ও অসহায়তা এবং তাদের উপাসনা করার মূর্খতাপূর্ণ বিষয়কে বিশদভাবে ব্যক্ত করেছে।

১৯৭৫। কাঠের এবং পাথরের নির্মিত প্রতিমাগুলোর উপাসনা করে পৌত্রলিকরা নিজেদেরকে এত নীচু স্তরে নামিয়ে দিয়েছে যে এই ঘটনাই প্রমাণ করে, যহান সৃষ্টিকর্তা সর্বশক্তিমান আল্লাহর শক্তি ও গুণবলী সংস্করে তাদের ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট ও দুর্বল। প্রকৃতপক্ষে

১৯৭৫ টীকার অবশিষ্টাংশ এবং ★চিহ্নিত টীকাটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرِبَ مَثَلٌ فَاقْتَسِمُوا  
لَهُ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا مِنْ ذُو نِعْمَةِ اللَّهِ  
لَن يَخْلُقُوا ذَبَابًا وَلَا يَحْتَمِلُونَ  
وَإِن يَشْلُبُهُمُ الذَّبَابُ شَيْئًا  
لَا يَشْتَقِدُهُ مِنْهُ دَصْفَ  
الظَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ<sup>(৪)</sup>

مَا كَذَّرُوا اللَّهَ حَقًّا كَذِيرًا دِلْكَ اللَّهُ  
لَقَوْيَ حَزِيرًا<sup>(৫)</sup>

أَلَّهُ يَضْطَفِنِي وَمِنَ الْمَلِئَةِ دُسْلَادَ وَمِنَ  
النَّاسِ دِلْكَ اللَّهَ سَمِيمَ بَصِيرًا<sup>(৬)</sup>

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفُهُمْ وَ  
إِلَى اللَّهِ تُرْجَمُ الْأُمُورُ<sup>(৭)</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَتَنُوا ازْكَرُوا  
إِنْجَدُوا وَأَغْبَدُوا رَبِّكُمْ وَافْعُلُوا  
الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ<sup>(৮)</sup>

৭৯। আর তোমরা \*আল্লাহ'র পথে জেহাদ কর, যেভাবে তাঁর জন্যে জেহাদ করা উচিত<sup>১৯৭৩</sup>। তিনিই তোমাদের মনোনীত করেছেন এবং ধর্মের ক্ষেত্রে তিনি তোমাদের ওপর কোন কঠোরতা চাপিয়ে দেননি। এটাই ছিল \*তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ। (এর) পূর্বেও এবং এ (কুরআনেও)<sup>১৯৭৭</sup> তিনি তোমাদের নাম রেখেছেন মুসলমান<sup>১৯৭৭-ক</sup> গঃ যেন এ রসূল তোমাদের সবার ওপর তত্ত্বাবধায়ক হয়ে যায় এবং যেন তোমরা গোটা মানবজাতির ওপর তত্ত্বাবধায়ক হয়ে যাও। অতএব তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত দাও এবং ১০  
[৬] আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর। তিনিই তোমাদের প্রভু।  
১১ সাহায্যকারী!\*

وَجَآهُدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادٍ هُوَ  
اجْتَبَيْكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ  
مِنْ حَرَجٍ، مِنَّةً أَيْنِكُمْ إِبْرَاهِيمَ،  
هُوَ سَفِّحُكُمُ الْمُسْلِمِينَ هُوَ مِنْ قَبْلِ  
وَفِي هَذَا لَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا  
عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى  
النَّاسِ فَاقْتِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا  
الزَّكُورَةَ وَاعْتِصِمُوا بِإِيمَانِهِ هُوَ  
مَوْلَكُكُمْ جَفَنِعَمَ الْمُؤْلَى وَنِفَمَ  
النَّصِيرُ<sup>⑥</sup>

দেখুন : ক. ১৯৪১ খ. ২৯১৩৬; ১৬১১২৪ গ. ২৪১৪৪; ১৬১১০।

বহু-ঈশ্বরবাদের বিশ্বাস এবং প্রতিমা উপাসনার ধারণা জন্য নেয় এই অজ্ঞতা থেকে যে আল্লাহ তাআলার শক্তি এবং গুণাবলী মানুষের শক্তি ও গুণাবলীর মতই সীমিত ও ক্রটিপূর্ণ।

★[এ আয়াতে এক ঐশ্বী রীতিকে এক অটল বিধান হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এর রহিত হওয়ার উল্লেখ কোথাও নেই। আর অটল বিধানটি হলো, আল্লাহ তাআলা ফিরিশ্তা ও মানুষকে সদাসর্বদা তাঁর রসূলরূপে মনোনীত করে থাকনে [হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উদ্দৃতে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

১৯৭৬। জেহাদ দুই প্রকারঃ (ক) জেহাদ অর্থাৎ আপন কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা এবং (খ) সত্যের বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম যার মধ্যে আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করাও অন্তর্ভুক্ত। প্রথম শ্রেণীর জেহাদকে 'আল জিহাদ ফিল্লাহ' আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের জন্য জেহাদ এবং শেষোক্ত শ্রেণীর জেহাদকে 'আল জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ' আল্লাহর পথে জেহাদ বলা যেতে পারে। নবী করীম (সাঃ) প্রথমোক্ত জেহাদকে সর্বাপেক্ষা বড় জেহাদ এবং শেষোক্ত জেহাদকে সর্বাপেক্ষা ছোট জেহাদ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

১৯৭৭। 'এবং এ (কুরআনেও)' এই পরোক্ষ উল্লেখ কুরআন করীমে উদ্ভৃত হ্যরত ইব্রাহীম (আঃ) এর সেই দোয়ার প্রতি ইশারা, যে দোয়া হচ্ছেঃ 'হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! তুমি আমাদের উভয়কে তোমার উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণকারী কর এবং আমাদের বংশধরদের মধ্যও তোমার উদ্দেশ্যে একটি আত্মসমর্পণকারী উদ্ঘত সৃষ্টি করো' (২৪১২৯)।

১৯৭৭-ক। '(এর) পূর্বেও এবং এ (কুরআনেও) তিনি তোমাদের নাম রেখেছেন মুসলমান'-এ উক্তি 'যিশাইয়তে' উল্লেখিত ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি নির্দেশ করেছেঃ এবং তোমাকে এক নতুন নামে ডাকা হবে, যা সদা প্রভুর মুখ্য আখ্যা দিবে .....

★[এ আয়াতে গভীর বিবেচ্য বিষয়টি হলো, 'মুসলিম' শব্দটিতে কারো একচ্ছত্র অধিকার নেই। ইসলামের আবির্ভাবের বহু পূর্বেই আল্লাহ তাআলা হ্যরত ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁর জাতিকে 'মুসলিম' বলে সাব্যস্ত করেছিলেন। এরপর মহানবী সল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম সব মুসলমানের তত্ত্বাবধায়ক হওয়া উল্লেখ রয়েছে এবং মুসলমানদের অন্যান্য স্ব জাতির তত্ত্বাবধায়ক হওয়ারও উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। যে অর্থে মহানবী (সাঃ) তাঁর যুগের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন ঠিক তাঁরই অনুসরণ করে মুসলমানেরা অন্যান্যদের তত্ত্বাবধায়ক। কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক হওয়ার অর্থ এ নয়, অন্যদের বলপূর্বক নিজেদের পছন্দের মুসলমান বানাতে হবে। কেননা রসূলল্লাহ (সাঃ) তত্ত্বাবধায়ক হয়েও কখনো আক্রমণাত্মক যুদ্ধ করেননি এবং কাউকে বলপূর্বক মুসলমানও করেননি। (হ্যরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উদ্ভৃতে অনুদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]